

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত

দ্বিতীয় সংস্করণ

বৈশাখ
১৩৩৯

প্রকাশক—শ্রীতারকদাস গঙ্গোপাধ্যায়
"যোগেন্দ্র পাব্‌লিশিং হাউস"
১০৮নং গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, শালিখা, হাওড়া



মূল্য—আট আনা

কলিকাতা
১০৮নং নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, স্বর্ণপ্রেসে
শ্রীশিবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত



তেগবাহাদুর	··· ···	নবম শিখগুরু
ঔরঙ্গজেব	··· ···	সম্রাট
গুরু গোবিন্দ	··· ···	দশম শিখগুরু
জোরাবর সিংহ ও ফতেসিংহ	···	ঐ পুত্র
রামরায়	···	সপ্তম শিখগুরু হরিরায়ের পুত্র
অজমের চাঁদ	···	কহলুরের নূতন রাজা
মাখন শা	···	বণিক, তেগ বাহাদুরের শিষ্য
নবাব বাজিদ খাঁ	···	শিরহিন্দ-পতি

ভীমচাঁদ, হরিচাঁদ, মেদিনীপ্রকাশ ও ফতেচাঁদ
···পার্ব্বত্য রাজসংহতির হিন্দুরাজগণ

দয়াসিংহ, ধরমসিংহ, মহাকম সিংহ, হিম্মৎ সিংহ ও জীবন সিংহ
···গুরুগোবিন্দের প্রধান শিষ্যগণ

কাজী মীর মহম্মদ	···	গোবিন্দের কোরাণ শিক্ষক
গঙ্গু	···	গোবিন্দের পাচক ব্রাহ্মণ
মোহন্ত কৃপাল দাস	···	নাগা মোহন্ত
যুক্কু শা	···	ফকির

পাঠান অশ্বারোহিগণ, মোহন্তের শিষ্যগণ, চণ্ডাল, শিখসৈন্য ও ওমরাহগণ প্রভৃতি—

রক্তের লেখা

প্রথম অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—দিল্লীর প্রাসাদ-কক্ষ। কাল—মধ্যাহ্ন।

[সিংহাসনে সম্রাট ঔরঙ্গজেব, সম্মুখে শৃঙ্খলাবদ্ধ গুরু তেগ-বাহাদুর দণ্ডায়মান, ওম্‌রাহগণ, সভাসদগণ ও রামরায় সম্রাটের উভয় পার্শ্বে উপবিষ্ট, মুক্ত অসিহস্তে তাতার প্রহরিগণ প্রহরায় নিযুক্ত, অদূরে ছদ্মবেশী মাখন শা ও দর্শকগণ।]

ঔরঙ্গ। তেগ্‌বাহাদুর,—

তেগ। সম্রাট!—

ঔরঙ্গ। তোমাদের পাথরের দেবতা বিশ্বনাথ ঠাকুরকে জ্ঞান-বাপীর অতল গর্ভে ডুবিয়ে দিয়েছি।

তেগ। সম্রাট সুকৃতী পুরুষ।—সত্যইত জ্ঞান-বাপীর অতল গর্ভে ঠাকুর বিশ্বনাথের পুণ্য পীঠস্থান। মানুষ অন্ধ, তাই মন্দিরের অন্ধকার কোণে তাঁকে খুঁজে মরে—

ঔরঙ্গ। বিশ্বনাথের মন্দির চূর করে তার উপর খোদা-তাল্লার মস্‌জিদ্ গড়েছি।

তেগ। সম্রাট আলামগীরকে যে আলেম ধার্ম্মিক বলে মোল্লাগণ কীর্ত্তন করেন, সম্রাটের এ কাজে তা প্রমাণ হল ;—তিনি হিন্দুর বন্দিত ভগবানের মন্দিরের উপর ইস্‌লামের বন্দিত ভগবানের মস্‌জিদ্ গড়েছেন,—যে স্থানে অতীতের যুগে, যুগে হিন্দুগণ ভগবানের উপাসনার উদাত্ত মন্ত্রধ্বনি মুখর করে তুলেছেন, ভবিষ্যতের যুগে সেখানে ইস্‌লামগণের উপাসনার আজানধ্বনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়ে সেই ভাগবানের বন্দনা কর্‌বে। সম্রাটের জয় হোক, হিন্দু মুসলমানের মিলিত প্রার্থনা ভগবানের চরণ প্রান্তে পৌঁছে এ হিন্দুস্থানকে ধন্য করুক।

ঔরঙ্গ। কাফের! হিন্দুগণের আবার ধর্ম্ম কি যে তারা ভগবানের উপাসনা কর্‌বে? তারা শয়তানের দূত,—তারা নিজের হাতের সৃষ্টিকে বিশ্বস্রষ্টা ভগবান বলে পূজা করে জাহান্নামে যাচ্ছে—

তেগ। সর্ব্বভূতে ভগবানের স্বরূপ দর্শনের মর্ম্মকথা আমি জ্ঞানমূর্খ মুসলমান সম্রাটকে বুঝাতে পার্‌ব না।

ওম্‌রাহগণ। খবর্‌দার—খবর্‌দার।

ঔরঙ্গ। কাফের! তোমার ঐ বর্ব্বরধর্ম্ম পরিত্যাগ করে

সত্য ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ কর, নৈলে তোমার শিরের জন্য ঐ জল্লাদের হস্তের শাণিত তরবার উদ্যত হয়ে আছে। যদি সম্রাটের দয়া চাও, সত্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে প্রাণ বাঁচাও।

প্রঃ ওম। আহা! সম্রাটের কি মেহেরবানি—

তেগ। পিতৃদ্রোহী, ভ্রাতৃদ্রোহী সম্রাটের হস্তে যেদিন বন্দী হয়েছি সেই দিনেই প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করেছি।

দ্বিঃ ওম্। চুপ্—চুপ। কাফের, সাবধান!

ঔরঙ্গ। তেগবাহাদুর, সম্রাট আলামগীর ক্ষমাশীল তাই তোমার এত ঔদ্ধত্য মার্জ্জনা হচ্ছে; কিন্তু তোমায় মাত্র এক লহমা সময় দিলেম,—বিবেচনা করে দেখ এখনো—নৈলে কোড়ার ঘায়ে তোমার গায়ের ছাল তুলব, গোরক্তে রসনা সিক্ত করে দেব, তারপর ঐ ঘাতকের অসিতে ঐ অপবিত্র শির ধূলায় লুণ্ঠিত করা হবে।

তৃঃ ওম। কাফের, কেন কতল হবে? হজরত মহম্মদের প্রচারিত সত্য ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে ইহকালের প্রাণটি বাঁচাও পরকালে খোদার মেহেরবানিতে বেহস্তে তোমার যায়গা হবে।

সকলে। ঠিক্‌বাৎ, ঠিক্‌বাৎ—

ঔরঙ্গ। কাফের, ইস্‌লাম ধর্ম্মই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; হজরত মহম্মদ আল্লার "অহি" দুনিয়াতে প্রচার করেছেন,

কেন এই সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় তলে না এসে শয়তানী ধর্ম্ম রক্ষা কর্‌বার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন কচ্ছ ?

তেগ। হে মাটীর মালিক গর্ব্বিত সম্রাট ! আমি ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা মহম্মদের উদ্দেশে ভক্তি-প্রণত হৃদয়ে মস্তক অহরহঃ নত করে থাকি ; কিন্তু হে ধর্ম্মান্ধ সম্রাট ! ইস্‌লাম ধর্ম্মের বহু সহস্র শতাব্দী পূর্ব্বে— যখন আরবের ঊষর মরু প্রান্তরে, মধ্য এসিয়ার পাষাণময় পর্ব্বতের প্রচ্ছন্ন গহ্বরে, তাতার, তৈমুরের পূর্ব্ব পুরুষগণ অজ্ঞতার অন্ধতামসে আচ্ছন্ন হয়ে রক্তলিপ্সু দানবের মত মানুষের হৃদপিণ্ডের রুধির ধারা ক্ষরিত কর্‌বার জন্য ঘুরে বেড়াত, তখন এই জ্ঞানদীপ্ত ভারতের ভক্তি-ধর্ম্ম কাকে বন্দনা করে ধন্য হয়েছে তার ইতিহাস জান কি সম্রাট ? যদি দিব্য চক্ষু থাকে, যদি বক্ষে ভাবের আবেশ থাকে একবার অতীত ভারতের পানে ফিরে চাও,—মানব জীবনের সেই প্রথম প্রত্যূষে, শ্যামসলিলা সরস্বতী তীরে দাঁড়িয়ে ঐ দেখ,— সুঠাম, শুভ্রকান্তিমান আর্য্যগণ জোড় করে, ঊর্দ্ধমুখে, নবোদিত সবিতার পানে চেয়ে ভগবানের বন্দনা গানের ললিত ঝঙ্কার তুল্‌ছেন ! এঁরা কি বর্ব্বর ধর্ম্মের উপাসক, উদ্ধত সম্রাট ?

সভাসদগণ। খবরদার—খবরদার !

তেগ। স্তব্ধ হও হীন চাটুকারদের দল ! তারপর এস

সম্রাট!—ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের উন্মুক্ত, উদার প্রান্তরে! ঐ দেখ,—কে ঐ শান্ত, নবদূর্ব্বাদলশ্যাম সৌন্দর্য্যের প্রশান্ত স্থির মূর্ত্তি! যেদিন এই প্রান্তরে দাঁড়িয়ে ঐ মহাপুরুষ গীতার অমৃতময় ভাবধারায় মানবের প্রাণতীর্থকে জ্ঞানের গঙ্গোদকে অভিষিক্ত কর্‌লেন সেদিন তোমার সত্য ইস্‌লাম ধর্ম্ম কোথায় ছিল? আবার চেয়ে দেখ;—ঐ নিরঞ্জার পাদপঘন পূত পুলিনে,—কে ঐ সৌম্য, সুন্দর, তরুণ তাপস—নয়নে কি করুণা, আরক্ত অধরে কি প্রীতিময় হাসি? জান সম্রাট?—এই শাক্য রাজকুমার মানব প্রেমের কল্যাণ কল্পে সন্ন্যাস নিয়েছেন?—যখন এই মহাত্মার অহিংসা মন্ত্রের "অনন্ত পতাকা" মূলে অর্দ্ধ পৃথিবীর মানব মস্তক নত করেছিল তখন তোমার সত্য ইস্‌লাম ধর্ম্ম কোথায় ছিল হে হিংস্র সম্রাট?

ঔরঙ্গ। কাফের!—

তেগ। সম্রাট!···

ঔরঙ্গ। এই জরীর জুতো দেখ্‌ছ? এই পাদুকা-প্রহারে তোমাদের সব দেবতাকে চূর্ণ করব—

তেগ। [রক্তাক্ত চোখে] কি?—

ঔরঙ্গ। ইয়ে কাফের বহুৎ বেৎমিজ, বদ্‌খৎ। কোড়া-লাগাও—

[জল্লাদ তেগবাহাদুরকে কশাঘাত করিতে লাগিল, তেগ বাহাদুরের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল]

প্রঃ ওম্। কাফের, সম্রাটের সম্মুখে "তওবা" কর, গোস্তাকী মাফ চাও—

তেগ। কি? তওবা কর্ব্ব? এই ধর্ম্মদ্বেষী সম্রাটের কাছে? ক্ষান্ত হলে কেন জল্লাদ? কোড়া লাগাও, আঘাতে আঘাতে মাংস, পেশী ছিঁড়ে দাও। কোন দুঃখ নাই! সম্রাট! যত ইচ্ছা নির্য্যাতন কর, কোন ক্ষোভ নেই। হে প্রতীচীর পাবক! হে প্রেম ধর্ম্মের অবতার যীশাষ্ খ্রাইষ্ট! একদিন তোমার সুকুমার শরীর নিষ্ঠুর, ধর্ম্মান্ধ ইহুদীগণ কশাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করে তুলেছিল, তারপর তাদের বর্ব্বরতার স্মৃতি-ফলক ক্রুশ শীর্ষে যেদিন তুমি শোণিত-সিক্ত দেহে, অকম্পিত ধৈর্য্যে, অশেষ যন্ত্রণার মধ্যে মানব মঙ্গল প্রার্থনা করতে করতে আত্মোৎসর্গ করেছিলে সেদিন তোমার পবিত্র আত্মাকে বিদ্রূপের বিষ বর্ষণে আবিল করতে চেয়েছিল ঐ ইহুদীরা! আজ তারা অনুতপ্ত হৃদয়ে তোমার চরণে মস্তক নত কচ্ছে। হে পরম পুরুষ! আমায় আশীর্ব্বাদ কর,—যেন আমি এই যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে মুক্তিকে বরণ করতে পারি।

ঔরঙ্গ। ইয়ে আজব কাণ্ড! কাফের যাদুকর। এত যন্ত্রণা কি করে সহ্য কচ্ছে?

তেগ। যন্ত্রণা? যন্ত্রণা কোথায় সম্রাট?—হিন্দুস্থানের সমগ্র হিন্দুগণের মর্ম্ম মাঝে তুমি যন্ত্রণার যে বিষদিগ্ধ শাণিত শেল বিঁধেছ, তার কাছে ত এই যন্ত্রণা অতি তুচ্ছ! আমি যাদুকর নই, যাদু জানি না। কি শক্তিতে আমি এই নির্য্যাতন সয়ে নিচ্ছি তা আমার কণ্ঠলগ্ন কবচে রক্তের অক্ষরে লিখিত আছে।

ঔরঙ্গ। জল্লাদ, কাফের চোখ রাঙা করে আমার পানে চাইছে, জলন্ত লৌহ শলকা দিয়ে এর চোখ দুটি জ্বালিয়ে দাও, তারপর চাঁদ্‌নী চকের জনসঙ্কুল স্থানে নিয়ে একে এখনিই হত্যা কর। কাফের, এখনো যদি বাঁচবার সাধ থাকে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ কর—পঞ্চনদের সুবাদার পদ তোমায় দেব—দেখ—

তেগ। সম্রাটের এই দান ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করি।

ঔরঙ্গ। লে যাও জল্লাদ,—কতল—

[প্রহরিবেষ্টিত তেগবাহাদুরকে লইয়া জল্লাদের প্রস্থান]

রাম। জাঁহাপনার জয় হৌক। এতক্ষণ কম্পিত বক্ষে জাঁহাপনার বিচার দেখছিলাম। প্রাণ খুলে জয়ধ্বনি কচ্ছি—জাঁহাপনার সুবিচারের জন্য। ঐ শয়তান, কাফেরেরও

অধম, তুনিয়ার তুষ্‌মন—ও নাস্তিক ;—ও বৌদ্ধের মহিমা কীর্ত্তন করে, মুশার কাছে মস্তক নত করে আবার হিন্দুয়ানিও ফলায়। জাঁহাপনার এই ন্যায় বিচারে আজ হিন্দুগণ তুহাত তুলে সম্রাটের জয় ঘোষণা কর্‌বে।

ঔরঙ্গ। খোদাতাল্লা!—খোদাতাল্লা! তুমিই সত্য, তুমিই সত্য। তোমার দীন নফর আমি।

সকলে। জয়, শাহানশা বাদশা সম্রাট আলমগীরের জয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—কুটীর সংলগ্ন পূজাগৃহ। কাল—প্রভাত।

[গোবিন্দ গুরুতেগবাহাতুরের তরবারকে ফুল, চন্দনে পূজা করিতেছিলেন।]

গোবিন্দ। অত্যাচারের সহস্র শাণিত তরবার এই মুষ্টিমেয় শিখগণের শির লক্ষ্যকরে উত্থিত হয়েছে, তুমি পার্‌বে কি তার বিরুদ্ধে তোমার করাল খরধার দেহ প্রসারিত করে দাঁড়াতে, হে আমার পরম পূজ্য প্রিয়তম কৃপাণ? পিতামহ, গুরু হর গোবিন্দের বজ্রমুষ্টি তোমার অঙ্গে, পিধানে এখনো অঙ্কিত রয়েছে, পিতা, গুরু তেগবাহাতুর তোমায় আমার করে

অর্পণ করে বলে গেছেন—"পুত্র, আমার পিতার এই পবিত্র কৃপাণ, এর মর্য্যাদার জন্য জীবন পণ করো।"—পিতা আজ মৃত্যুর অভিশাপ মস্তকে নিয়ে দিল্লীর মোগল কারাগারে। দেখো কৃপাণ! তাঁর শেষ বাণী যেন ব্যর্থ না হয়—

[মোহন্ত কৃপাল দাসের প্রবেশ]

কৃপা। উঃ! কি ভীষণ অত্যাচার!···একটা মৌন আর্ত্তনাদে হৃদপিণ্ড ফেটে যেতে চাইছে,—হিন্দুর পূজার্হ পীঠস্থান—বিশ্বনাথের মন্দির আজ ধ্বংস স্তূপে পরিণত, সহস্র শতাব্দীর ভক্তিস্নাত কোটী কোটী বিগ্রহ মূর্ত্তি মোগলের পদতলে দলিত, রক্ত-শোষী জিজিয়ার জ্বালায় প্রাণ অতিষ্ঠ; তবু একটি হিন্দু এর বিরুদ্ধে মস্তক তুলে দাঁড়াচ্ছে না।

গোবিন্দ। কে দাঁড়াবে মোহন্ত বাবা?—রাজপুতনার তপ্ত মরুবক্ষো ফুঁড়ে যে কঠোর মাড়োয়ার জাতি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল আজ তার শির তুর্কীর পদতলে;—অম্বর, বিকানীর, বুন্দি করজোড়ে, মস্তক নত করে মোগলের কৃপা ভিখারী;—স্বদেশপ্রেমিক, সন্ন্যাসী পুণ্যশ্লোক প্রতাপের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শক্তি সাধনার অবসান হয়েছে, স্বার্থপরতার কৃমিকীট লেগে হিন্দুর মেরুদণ্ড জীর্ণ করে ফেলেছে তাই শির উন্নত করে দাঁড়াতে পারছে না।

[মাখন শার প্রবেশ]

মাখন। পাচ্ছে না কি রকম ?—দিল্লীর দরবার কক্ষে যে তেজস্বী পুরুষের গর্ব্বোদ্ধত উন্নত শির চোখের সম্মুখে দেখে এলেম, নগরাজ হিমালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শৃঙ্গ তুষারমৌলী গৌরীশঙ্করের শিরও বোধ হয় তত উন্নত নয়।

গোবিন্দ। কি মাখনজী! আপনি কাঁপছেন কেন ?

মাখন। কাঁপছি ? না, কৈ ? কাঁপব কেন ?—যে অটল স্থির মূর্ত্তির স্মৃতি বুকে নিয়ে এসেছি তাতে হৃদয় কেন স্পন্দিত হবে ?

গোবিন্দ। আপনি দিল্লী হতে কখন এলেন ? পিতার সংবাদ কি ?

মাখন। পিতার সংবাদ ?—অলৌকিক,—অপূর্ব্ব—ভয়ানক!—মৃতুকে এমন ভাবে ব্যঙ্গ করতে, কুরুক্ষেত্রের সে ভয়াবহ সমর প্রাঙ্গণে বোধ হয় মহাত্মা ভীষ্মদেবও সক্ষম হন নি।—কি সে মহান দৃশ্য!—মন্ত্রস্তব্ধ নিষ্কম্প সমুদ্রের মত স্থির অনম্য, দুর্দ্ধর্ষ হিমাদ্রির মত—উন্নত, অটল।—পৈশাচিক অত্যাচারের প্রলয় ঝঞ্ঝা মস্তকের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, জ্বলন্ত লৌহদণ্ডের দগ্ধ জ্বালার মর্ম্মন্তুদ বেদনায় সর্ব্বাঙ্গ ব্যথিত করে তুল্ছে তবু গুরুজীর কণ্ঠস্বরে একটু কাতরতা

নেই, নয়নে একবিন্দু অশ্রু নেই, মস্তকের একগাছি কেশও কণ্টকিত হয়ে ওঠে নি!

গোবিন্দ। পিতা—পিতা—

মাখন। কাতর হবেন না গোবিন্দরায়! কাতর হয়ে গুরুজীর অপমান কর্‌বেন না। কি অমানুষিক সে প্রশান্ত হৃদয়ের স্থিরতা?—সম্রাট ঔরঙ্গজেব রেখেছিলেন গুরুজীর একদিকে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণের জন্য শত সুখদ প্রলোভন; অপর দিকে,—গুরুর ভগবৎ পিপাসু হৃদয়ের স্থির বিশ্বাসের জন্য অশেষ নির্য্যাতন,—মস্তকের উপর ঘাতক-হস্তের উদ্যত তরবার। গুরু সে তরবারের নীচে মস্তক রেখে বেছে নিলেন কি?—আর্য্য ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অসহ্য নির্য্যাতন!—তখন তাঁর কণ্ঠস্বর কি বজ্রগম্ভীর!—সে স্বরের আবেগ তরঙ্গে মোগল সম্রাটের সে মর্ম্মর প্রাসাদের ভিত্তিমূল যেন কেঁপে উঠল। ময়ূর সিংহাসনে বসে গর্ব্বিত ঔরঙ্গজেব যখন তাঁর জরীর মিনে করা পাদুকা পরা পা'টি তুলে কুৎসিত অবজ্ঞার ভঙ্গীতে গুরুকে বল্লেন—"কাফের, হিন্দুর দেবমন্দিরের সব দেবতাকে এই পাদুকা প্রহারে চূর্ণ করব, সব হিন্দুকে কল্‌মা পড়িয়ে ইস্‌লামের নফর করে দেব, তখন গুরুজীর শির কি ঋজু হয়ে উঠ্‌ল! চোখের পানে চাইলেম,—চোখ দুটি ফুঁড়ে ধক্ ধক্ করে অগ্নি জ্বল্‌ছে!

কৃপাল। গোবিন্দ রায়, ওঠ জাগো এই অপমানের প্রতিশোধ নাও; সমস্ত হিন্দুর মস্তক নত হয়েছে সত্য তুমি মস্তক তোল।

মাখন। তারপর আবার নিদারুণ নির্য্যাতন গুরুর সর্ব্বাঙ্গে রুধিরাক্ত দাগ দাগিয়ে দিলে। কিছুতেই যখন গুরুজীকে নত করতে পারলে না, সম্রাট সবিস্ময়ে বল্লেন—"এই কাফের যাদু জানে।" গুরু উত্তর করলেন—"আমি যাদু জানিনে; আমার কণ্ঠে, রক্তের লেখায় যে কবচ লিখে রেখেছি এ যাদু জানে।" তারপর ঔরঙ্গজেবের আরক্ত কুটীল আঁখির ইঙ্গিতে জল্লাদের খড়্গে গুরুজীর কণ্ঠ ছিন্ন হল—

গোবিন্দ। ও—হো—হো—

[বেগে নন্‌কু চণ্ডালের প্রবেশ]

নন্‌কু। এনেছি মহারাজ! এনেছি। এই যে গুরুজীর মুণ্ড মহারাজ!—

[গোবিন্দ হস্তদ্বারা চক্ষু আবৃত করিল]

নন্‌কু। মাখান সেট্‌জী! আপনার আজ্ঞা ঠিক ঠিক মেনে চলেছি। দিল্লীর কেউ জানেনা, কেউ দেখতে পায়নি। লছমি ঠেকেদার বয়েল গাড়ীতে গুরুজীর ধড় নিয়ে পালিয়েছেন, আমি মুণ্ড নিয়ে এসেছি।

কৃপাল। গোবিন্দ রায়? একি? একি দৌর্ব্বল্য? স্নেহের আবেগ-প্রবাহে প্রাণের পুরুষত্বকে ভাসিয়ে দিও না।

মাখন। দিল্লীর দরবার-কক্ষে ছদ্মবেশে দাঁড়িয়ে সম্রাটের অমানুষিক অত্যাচার নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে দেখেছি, গুরুজীর মৃত্যুর আদেশ অবিচল ধৈর্য্যে মস্তক উন্নত করে শুনেছি; কিন্তু ক্ষোভে, ঘৃণায়, লজ্জায় মস্তক নত করে এসেছি যখন দেশদ্রোহী রামরায় গুরুজীর মৃত্যুর আদেশ শুনে আনন্দে, হর্ষে সম্রাটের জয়ধ্বনি করে উঠ্‌ল—

গোবিন্দ। নাঃ—অশ্রু, শুষ্ক হয়ে যাও, হৃদপিণ্ডের রক্তধারা উন্মাদ উচ্ছ্বাসে ফেঁপে ওঠ—আমি গুরুর বাণী সফল কর্‌ব, আমি এ অনাচারের মূল উচ্ছেদ করব।

কৃপাল। এইত চাই গোবিন্দ রায়! ঝেড়ে ফেলে দাও প্রাণের এই মর্ম্মঘাতী শোকজ্বালা, জাগিয়ে তোল হৃদয়ের ঘুমন্ত প্রতিহিংসাকে দেশের অনাচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও,—হৃদয়ের প্রতি রক্তবিন্দুকে এই নিষ্ঠুর হত্যার প্রতিশোধের জন্য উন্মাদ করে তোল।

মাখন। এ নিন্‌ গোবিন্দ রায় গুরুজীর কণ্ঠলগ্ন রক্তের লেখা কবচ। দিল্লীর 'চাঁদনি চকে' পরিত্যক্ত ধূলা-রাশির মধ্য হতে অতি সংগোপনে এই মুণ্ড কবচ সহ উদ্ধার করে এনেছি। [কবচ অর্পণ]

গোবিন্দ। [কবচ পাঠ] "শির দিয়া শিরহ ন দিয়া" পিতা,—পিতা! শির দিয়েছ কিন্তু ধর্ম্ম দাওনি। তোমার এ জলন্ত রক্তের লেখায় আমার ধমনির রক্ত নেচে উঠ্‌ছে।

কৃপাল। গোবিন্দ রায়! তোমার সম্মুখে পিতার এই ছিন্নমুণ্ড, হস্তে পিতার রক্তের লেখা কবচ,—তোমার জীবনের এই ভৈরব যুগ-সন্ধ্যায় তোমার মহিমাময় স্বর্গীয় পিতার আদেশে এই পঞ্চনদের গুরুপদে তোমায় বরণ কর্‌লেম! যাও বৎস, এ লাঞ্ছিত অবনত ভারতের মর্য্যাদা রক্ষা, পিতার নিঠুর হত্যার প্রতিশোধের জন্য মুক্ত কৃপাণ নিয়ে দেশদ্রোহী ধর্ম্মদ্রোহীগণের উপর আপতিত হও। জয় গুরু গোবিন্দের জয়!

মাখন প্রভৃতি। জয় গুরু গোবিন্দের জয়।

গোবিন্দ। আসুন পিতার এই পবিত্র মুণ্ডের সৎকার আগে শেষ করি।—

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—রাম রায়ের বিলাস-বাটিকা। কাল—সন্ধ্যা

[রাম রায় মত্ত অবস্থায় টলিতেছিল, তাঁর পারিষদগণ তবলা, বাঁয়া, সারঙ্গী লইয়া গান, বাজনায় মত্ত]

গীত

হিন্দু, হিন্দু মোরা খাঁটি হিন্দু।
কপালে তিলক আঁকি,
অনুকারি আকাশের ইন্দু।
মোরা সে শুদ্ধ সনাতন আর্য্য
গোস্, রুটি, কাবাব্ যদিও গোপন আহার্য্য,
কিন্তু জাতি যাবে এটি অনিবার্য্য !
যদি পার হই ভারত সিন্ধু।

রাম। বাঃ! বাঃ! সোভানাল্লা! সোভানাল্লা! ইয়ে মিঠা বুলি দিল্লীসে আম্‌দানি কিয়া। চালাও চালাও ভেইয়া! "খাঁটি হিন্দু—খাঁটি হিন্দু।" কার বাবার সাধ্য না বলে? এই তিলকত্রিপুণ্ডের বিলাস! এই টিকির বহর! আর চাই কি? চালাও না গোপনে সিরাজী, সাকী,—

পারিষদগণ গাইল—

নিয়ে পৈতা টিকির বড়াই
(মোরা) জাত বিজাতির মুখে থু থু ছড়াই,
কিন্তু মনু যাজ্ঞ্যবল্কে করি গো জবাই
যদি পাই ম্লেচ্ছের উচ্ছিষ্ট বিন্দু।

রাম। চালাও চালাও। ঠিক বাৎ হে।—
টিকির ঠমকে, যজ্ঞসূত্রের জমকে হিন্দুয়ানি জমিয়ে সমাজের বুকে যত ইচ্ছা ব্যভিচার কর কেউ টু শব্দ করবে না। কিন্তু হুঁসিয়ার! আচারের অভিনয়টা খাসা চালাবে।

পারিষদগণ গাইল—

মোদের ছুঁত মার্গের নাহিরে তুলা,
বার ভাইয়ের তের চুলা,
কারো অঙ্গের যদি লাগে ধূলা,
মোরা ডুব দিই জাহ্নবী, যমুনা, সিন্ধু।

রাম। বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা—চালাও—

পারিষদগণ গাইল—

মোরা চাহিনা ভারত, চাহিনা দেশ
যদি পাই সুখ সম্পদ লেশ্,
কিন্তু জাহির করি অশেষ
(মোরা) দিতে পারি দেশের তরে বুকের রক্ত বিন্দু

রাম। বাঃ! এই ত কলিজার কথা।—কে চায় দেশ? খাও, দাও ফূর্ত্তি কর, কে জানে কবে জীবন হবে শেষ। চালাও, চালাও—

প্রঃ পারি। সাদা প্রাণে আর চলে না দাদা!

রাম। কুছ্পরওয়া নেই।—লেও, পিয়ালা ভর্ লেও; মেজাজমে তর্ বেতর্ রোশন্ চালাও! ইয়ে বহুৎ আচ্ছা বারুণী,—গুলাবকো। গুল্পানি, বাদ্শেকো মেহেরবানি। লেও, পিয়ালা ভর লেও,—ভোর রাত পিও। ক্যেয়া তোফা! তেগ বাহাদুরকা শির তোড় দিয়া,—হাম ত আভি গুরু বন্ গ্যেয়া। কহো ভেইয়া—"গুরু রামজীকো ফতে"।

[মোহন্ত কৃপাল দাসের প্রবেশ]

কৃপাল। নেহি, নেহি। কহো,—গুরু গোবিন্দজী কী জয়!

রাম। ক্যেয়া? হাম ত আভি গুরু হে।

কৃপাল। কভি নেহি।—আভি গুরু,—গুরু গোবিন্দ হে।

রাম। গোবিন্দ? পুঃ! এখনো নাক টিপ্লে ঝর্ ঝর্ করে দুধ ঝরে! পুঃ! গোবিন্দ আবার গুরু?

কৃপাল। গুরু গোবিন্দের অভিনন্দন-গীতিকার যে উন্মাদ কোলাহল, পঞ্চনদের জল কল্লোলকে বিহ্বল করে কোটি কণ্ঠে মুখর হয়ে উঠেছে, তার ধ্বনি কি রামরায়ের বিলাস কুঞ্জে এখনো প্রবেশ করে নি?

রাজ। জান ওহে, মোহন্ত বাবাজী?—পাগলের প্রলাপ-বাণীর প্রবেশ অধিকার রামরায়ের সীমার মধ্যে নিষেধ।

কৃপাল। গুরু গোবিন্দের মোহন মন্ত্রে পঞ্চনদ যে আজ উন্মাদ হয়ে গেছে। কি কর্‌বে রামরায়? বার বার ত গুরু হওয়ার জন্য চেষ্টা কচ্ছ,—এর জন্য একটা পুণ্য প্রাণ মোগলের চরণতলে বলি দিলে—

রাম। কে এ অর্ব্বাচীন বালককে গুরু পদে বরণ কর্‌লে?

কৃপাল। গুরু তেগ বাহাদুরের আদেশ, আর পঞ্চনদের সমস্ত জনবৃন্দ—

রাম। যাক, কুছ পরওয়া নেই। রামরায়ের যে ক্রোধাগ্নিতে তেগ বাহাদুর ভস্ম হয়ে গেছে, গোবিন্দও সে আগুনে পুড়ে মর্‌বে। নাঃ!—কখনো না? মোগল সৈন্য এসে যদি পঞ্চনদকে শ্মশান করে দেয়,—সে বরং সহ্য হবে—

কৃপাল। কি কর্‌বে রামরায়? দেশের শত্রু, জাতির শত্রু, মোগলের দাসানুদাসকে পঞ্চনদের কেউ যে গুরু বলে স্বীকার কর্‌বে না। গুরু গোবিন্দ বালক বটে, কিন্তু তার তরুণ প্রাণে স্বদেশ প্রেমের যে ভাবমন্দাকিনীর পরিপ্লব উঠেছে তার অমৃত প্রবাহে অবগাহন কর্‌বার জন্য পঞ্চনদ-বাসী উদ্দাম উচ্ছ্বাসে ছুটে চলেছে;—দুর্ব্বল মানব তুমি, তোমার সাধ্য কি এই বিরাট জনসঙ্ঘের গতি রোধ কর?

রাম। দেখা যাবে।

কৃপাল। কি ভয় দেখাচ্ছ রামরায় ? গোবিন্দের উদার হৃদয় মধ্যে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে, তুমিত তুচ্ছ,—তার তীব্র জ্বালায় শক্তিমান সম্রাট ঔরঙ্গজেব ভয়ার্ত্ত হয়ে ছুটোছুটি কর্‌বে। রামরায়, আমার সবিনয় নিবেদন,—আত্মদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী হয়ে যে পাপ সঞ্চয় করেছ তার প্রায়শ্চিত্ত কর। সাবধান ! [প্রস্থান]

রাম। ভয় পেয়েছে, তাই একটু ভির্‌কুটী করে গেল। পাবে না ? রামরায় কি যে সে ? সম্রাটের দরবারে কদর কি ? কিন্তু এ ভির্‌কুটী, ফিরকুটী আমার কাছে টিক্‌বে না, দেখে নেব,—দেখে নেব। ধ্যানচাঁদ ; তুমি আমার শৈশবের সখা তুমি আমার পার্শ্বে এসে দাঁড়াও !

ধ্যান। আমি না হয় পার্শ্বে এসে দাঁড়ালেম, আমার পার্শ্বে এসে দাঁড়াবে কে ?

রাম। নেহেল সিং আছে, হিম্মৎ চাঁদ আছে।

নেহেল। আমরা ত আছি রায়জী, কিন্তু আমাদের অস্ত্রের মধ্যে ত এই সারিঙ্গীর ছড়ি। যখন গুরু গোবিন্দ লক্ষ শিখ সঙ্গে তরবার ঘুরিয়ে ছুটে আস্‌বে তখন এই ছড়ি দিয়ে তার গতিরোধ করতে পার্‌ব কি ?

রাম। ভয় নেই ; মোগল ফৌজ এনে পঞ্চনদ এক নিমেষে মরুভূমি করে ফেল্‌ব।

ধ্যান। সে কি কথা? মোগলেরা এসে পদাঘাতে জননী জন্মভূমির বক্ষোদেশ দলিত করে তাকে মরুভূমিতে পরিণত করবে আর আমরা সে অত্যাচারের সহায়তা করব? না সখা, আমি তোমার পার্শ্ব থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি—

অন্যপারিষদগণ। আমরাও পিঠটান দিচ্ছি।

[সকলের প্রস্থান]

রাম। যা, দূর হয়ে যা!—চাহিনা তোদের মত ক্ষুদ্র অধমের সহায়তা।—দিল্লীর সম্রাট যার সহায় সে দুনিয়ার কাকেও ভয় করে না। দেখে নেব—দেখে নেব।

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—নয়নাদেবীর মন্দির। কাল—রাত্রি।

গুরু গোবিন্দ

গোবিন্দ। মা!—মা! কৈ মা? কোথায় মা? ঘোর তমিস্রা রজনী!—আঁধারের উপর আঁধার ছেয়ে আস্‌ছে, নক্ষত্র নিভেছে, চন্দ্রমা চক্রবাল রেখার গাঢ় তিমির তলে ডুবেছে। কৈ মা? কোথা মা? ভীষণ নিশা। অশনি গর্জ্জাচ্ছে, প্রলয়ের মত্ত বিষাণ বিকট নিনাদে বাজ্‌ছে?

কৈ মা? কোথা মা?—জ্বলন্ত বিদ্যুতের রক্তশিখা অন্ধকারের বুক চিরে চম্‌কাচ্ছে? রুধিরোন্মত্ত দানবদল শ্মশানের প্রেতভূমিতে ধেই ধেই করে নাচ্‌ছে।—ভয়ার্ত্ত সন্তান মা, মা বলে মার অভয় কোল খুঁজে সারা;—কৈ মা? কোথায় মা? একি? একি?—বজ্রশিখার বিদ্যুৎ বহ্নিতে একি ভৈরবীরূপে দেখা দিলি মা?—নৃমুণ্ডমালিনী, কম্পিত খর কৃপাণ ধারিণী, রক্তস্নাতা রণরঙ্গিনী! এম্‌নি যদি মা! তোর্ ধারা, তবে দে মা তারা! তোর এই ঘোর নিশা—এই বীভৎস শ্মশান, উন্মত্ত প্রলয়ের ঐ সর্ব্বনাশী তাণ্ডব লীলা!—কেঁদে উঠুক মর্ম্মছেঁড়া আর্ত্তনাদে পুত্রহারা জননী, মুমূর্ষু মরুক তার মৃত্যু শয্যার উপর দারুণ যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ কর্‌তে কর্‌তে, চির ক্ষুধাতুর তার শীর্ণ কঙ্কাল নিয়ে ছুটে বেড়াক তপ্তশ্বাসে আকাশে বাতাসে হাহাকার তুলে। দে মা, এই নিবিড় তিমিরাচ্ছন্না ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ প্রলয়ের নিশা, শবাকীর্ণ এ মহাশ্মশান, এইত তোর সাধনার শুভ সংযোগ—

[দয়াসিং প্রভৃতি শিখগণের প্রবেশ]

শিখ। জয় দেবী নয়না মাইকী জয়।

গোবিন্দ। দেখ তোরা!—মা নাচ্‌ছে রণরঙ্গের তালে তালে,—তমসা ঘোর নিশীথের অঙ্গে অঙ্গে মিশে; ধক্ ধক্

করে জ্বলছে প্রলয়ের অগ্নি মায়ের আঁখিতে, পদভরে পৃথিবী টল্‌ছে।

বল তোরা—

জয় ত্বং দেবী চামুণ্ডে জয় ভূতাপহারিণী।
জয় সর্ব্বগতে দেবি কালরাত্রি নমোঽস্তুতে।

দয়া। কি চায় মা?

গোবিন্দ। রক্ত,—রক্ত! এই দেখ,—মায়ের এই কৃপাণে রক্ত-চন্দনের লেখায় মায়ের আশীর্ব্বাদবাণী। যমুনার তীরে তীরে, গহন গিরি গহ্বরে মা, মা বলে মায়ের কঠোর সাধনায় জীবনের দীর্ঘ দিন কাটিয়েছি, আজ মার দেখা পেয়েছি,—

"আজ প্রাণ খুলে বলিতে পেরেছি
পেয়েছি আমার শেষ
তোমরা সকলে এস মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগরে সকল দেশ।"

শিখগণ। জয় গুরুজীর জয়।

দয়া। নাও গুরুজী! তোমার চরণে আমরা সকলকে নিবেদন কর্‌লেম।

গোবিন্দ। মায়ের চরণে নিবেদন কর। মা যে

চেয়েছেন পঞ্চশিখের পবিত্র শির ;—কে মায়ের চরণে নিজের মুণ্ড উৎসর্গ করে ধন্য হবে এস।—একি ? সকলে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রৈলে যে ? এস, এস মায়ের তৃপ্তির জন্য শির দিয়ে কে কৃতার্থ হবে এস। শুধু কি মাকে মুখের কথা শোনাচ্ছ ? মা যে অন্তরের কথা জানেন।—হায় ! হায় ! আজ গুরুর বাণী বাতাস কেটে শুধু শূন্যে মিশে গেল । আমরা এমনি কুলাঙ্গার, তাইত মা আমাদিগকে পরিত্যাগ করেছেন।

দয়া। জয় গুরুজীর জয়। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। তুচ্ছ প্রাণের মায়ায় গুরুর আহ্বানে সাড়া দিই নি। নিন গুরুজী, অধমের এই শির মায়ের চরণে নিবেদন করে মা'র তুষ্টি বিধান করুন।

গোবিন্দ। এস মাতৃভক্ত সন্তান, মায়ের চরণে শির উৎসর্গ করে ধন্য হয়ে যাও।

[উভয়ের প্রস্থান]

ধরমসিং। দয়াসিং নিজের জীবন সার্থক করল ! আর আমি স্বজনের মায়ায়, সম্পদের আকর্ষণে মায়ের আদেশ উপেক্ষা করেছি। ধিক্ আমাকে।

[রক্তাক্ত কৃপাণ হস্তে রুধিররঞ্জিত দেহে গোবিন্দের প্রবেশ]

গোবিন্দ। কি একান্ত ভক্তি ! দয়াসিং ! তুমিই ধন্য ! এই জনসঙ্ঘের মধ্যে আর কার প্রাণ মায়ের

আদেশ পালনে উদ্যত হয়েছে ; এস, এস, নিজেকে নিবেদন করে কৃতার্থ হও।

ধরম। গুরু, আমায় নাও, আমায় নাও, আমি নরাধম, আমার এ নগণ্য জীবন সার্থক করে দাও গুরুজী !

গোবিন্দ। এস।

[উভয়ের প্রস্থান]

মহাকম। হীন ছিপার ঘরে জন্ম আমার,—এ অপবিত্র দেহ মায়ের চরণে উৎসর্গ কর্‌তে পার্‌ব কি ?

[গোবিন্দের প্রবেশ]

গোবিন্দ। মায়ের কাছে ত জাতি বিচার নেই মহাকম ! একই মাতৃস্তন্য পান করে যে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল প্রাণবন্ত। হৃদয়ের অবিচল ভক্তিতে যদি নিজেকে বলি দিতে চাও, এস।

মহাকম। ধন্য আমি।

[উভয়ের প্রস্থান]

সাহেব সিং। একি আনন্দে, হর্ষে প্রাণ আমার নেচে উঠ্‌ছে। গুরুজী ! গুরুজী ! আমায় নাও, আমি মায়ের কাছে প্রাণ বলি দেব। তুচ্ছ নাপিত আমি, তাই বলে আমায় ঘৃণা কর না।

[গোবিন্দের প্রবেশ]

গোবিন্দ। সকলই মায়ের সন্তান। কে কাকে ঘৃণা করে সাহেবসিং ? ভাইয়ে ভাইয়ে ঘৃণার গণ্ডী তুলে হিন্দুগণ আজ সকলের ঘৃণার পাত্র হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হয়ে গেল,—ম্লেচ্ছ, হুণ, তুর্কী, তাতারের ঘৃণালিপ্ত কোটি কোটি পাদুকা প্রহারে এদের চৈতন্য হচ্ছে না, এমনি দুর্ভাগা এরা। এসো, মায়ের চরণে নিজেকে উৎসর্গ করে কৃতার্থ হয়ে যাও।

[উভয়ের প্রস্থান]

হিম্মৎ। আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ। মা, মা ! নীচ 'কাহার' আমি ! তোমার চরণে আমায় ঠাঁই দেবে কি ? গুরুজী ! গুরুজী ! দয়া করে আমায় নাও—

[গোবিন্দের প্রবেশ]

গোবিন্দ। এস, এস, মাতৃগতপ্রাণ ভক্ত সন্তান নিজেকে নিবেদন করে মায়ের পূজা সফল কর।

[উভয়ের প্রস্থান]

অন্যান্য শিখগণ। ওয়া গুরুজীকী ফতে। গুরুজী নাও আমাদেরে। মার কাছে আমাদেরে বলি দাও—[শিখগণের কোলাহল]

[গোবিন্দের প্রবেশ]

গোবিন্দ। ধন্য!—ধন্য! শিখগণ! তোমাদের ভক্তি, তোমাদের পূজা,—মার চরণে প্রাণ অঞ্জলি দেওয়ার তোমাদের এ একাগ্র কামনায় মা আজ প্রসন্না; তাই পঞ্চ সন্তানের ভক্তি নিয়ে মা তাদিগকে দেশের কাজে ফিরে পাঠিয়েছেন। ঐ দেখ দয়াসিং, ধরমসিং, প্রভৃতি শিখগণ মায়ের আশীর্ব্বাদ-চিহ্ন— রক্ততিলক লেখা ললাটে ধারণ করে প্রফুল্ল প্রাণে ফিরে আসছে, বল—মায়িকী জয়—

শিখ। মায়িকী জয়। নয়না মায়িকী জয়—

[দয়াসিং প্রভৃতি পঞ্চ শিখের প্রবেশ]

সকলে। ওয়া গুরুজী কী ফতে, ওয়া গুরুজী কী ফতে।

গোবিন্দ।—

"সিন্ধু মাঝারে মিশিছে যেমন
পঞ্চ নদীর জল,—
আহ্বান শুনে কে কারে থামায়,
ভক্ত হৃদয় মিলিছে আমায়,
পঞ্জাব জুড়ি উঠিছে জাগিয়া
উন্মাদ কোলাহল।
ভুলে যায় সবে জাতি অভিমান,
অবহেলে দেয় আপনার প্রাণ

এক হয়ে যায় মান অপমান,

কণ্ঠে কণ্ঠে মুখরে মুক্তির গান।

সকলে। ওয়া জরুজীকী ফতে, ওয়া গুরুজীকী ফতে।

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—মোহন্ত কৃপালের আশ্রম। কাল—সন্ধ্যা

[ভারতবর্ষের মানচিত্রের সম্মুখে জোড় করে মোহন্ত কৃপাল ও শিষ্যগণ গাইতেছিল—]

গীত

নমো নমো ভারতভূমি!

ভীষ্মার্জ্জুন প্রসবিনী,

ব্যাস বাল্মিকী বন্দিতা জননী!

বুদ্ধ শঙ্কর হয়েছে ধন্য

পিইয়ে যাঁহার স্তন্য

যাঁর গিরি দরি তলে

নদ নদী জলে পুলকিত কত পুণ্য!

আজি কেন সে ছিন্ন ভিন্ন,

রিপু পদভরে পঞ্জর জীর্ণ,

বিশ কোটি কণ্ঠে ডাকে যাঁরে জননী?

দীপ্ত যাঁহার ললাট
রবি শশী তারকায়,
কোন মেঘলায় লেগেছে আঁধার
সে মুখ চন্দ্রমায় ?
উঠ, জাগ সব সন্তান !
তীব্র জ্বালায় খোল গো কৃপাণ
দিকে দিকে বাজুক রুদ্র বিষাণ
হাসিবে জননী মহিমা শালিনী।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—কেশগড়ের মুক্ত প্রাঙ্গন। কাল—প্রভাত

[গোবিন্দসিংহ, দয়াসিংহ, ধরমসিংহ, মহাকমসিংহ, সাহেবসিংহ, হিম্মৎ সিংহ ও অন্যান্য শিখগণ]

গোবিন্দ। তোমরা সকলে প্রস্তুত ?

সকলে। প্রস্তুত।

গোবিন্দ। শুদ্ধ, স্নাত ?

সকলে। শুদ্ধ, স্নাত।

গোবিন্দ। যার, যার কণ্ঠে উপবীত আছে, ত্যাগ কর।

[দয়া সিংহ ও অন্যান্য কতিপয় শিখ উপবীত ত্যাগ করিল]

গোবিন্দ। বল,—আমাদের এক জাতি, এক ধর্ম্ম, এক প্রাণ, এক লক্ষ্য।

সকলে। আমরা এক জাতি,—আমাদের এক ধর্ম্ম, এক প্রাণ, এক লক্ষ্য।

গোবিন্দ। আজ হতে সব শিখেরা এক সিংহ উপাধি নামের সঙ্গে ব্যবহার কর্‌বে। তোমাদের অন্য ধর্ম্ম নেই অন্য ক্রিয়া কর্ম্ম নেই, 'পাহল' তোমাদিগকে মুক্তি দান কর্‌বে। বল,—পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ জ্ঞান কর্‌ব।

সকলে। পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ জ্ঞান কর্‌ব।

গোবিন্দ। কোনরূপ মাদক দ্রব্য সেবন কর্‌ব না।

সকলে। কোনরূপ মাদক দ্রব্য সেবন কর্‌ব না।

গোবিন্দ। সকলে কেশ, কৃপাণ, কাঙ্গা, কচ্ছ, কড়া, —শিখগণের জাতীয় চিহ্ন—এই পঞ্চ 'কক্কা' ধারণ কর্‌ব।

সকলে। ধারণ কর্‌ব।

গোবিন্দ। বল—কখনো কৃপাণ পরিত্যাগ কর্‌ব না।

সকলে। কৃপাণ পরিত্যাগ কর্‌ব না।

গোবিন্দ। কখনো শির উলঙ্গ রাখব না, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় হব।

শিখ। সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় হব।

মহাকম। গুরু মাইজী মিষ্টান্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

গোবিন্দ। এঁ্যা! এযে বড় শুভ লক্ষণ। নিয়ে এস মহাকম।—

[মহাকমের প্রস্থান ও মিষ্টান্ন লইয়া পুনঃ প্রবেশ]

গোবিন্দ। শক্তিরূপিণী তোমাদের গুরুপত্নীর এই মিষ্টান্ন তীর্থ সলিলে তরল করে তোমাদের এই অমৃত-উৎসবের পানীয় তৈরি কচ্ছি, পান করে তোমরা খাল্‌সা হয়ে যাও।

সকলকে অঞ্জলি করিয়া সরবৎ বিতরণ]

সকলে। শ্রীবাহি গুরুজীকী ফতে,—শ্রীবাহি গুরুজীকী ফতে।

গোবিন্দ। তোমাদের দীক্ষা সম্পন্ন হল। অতীতের সকল আচার, সকল ধর্ম্ম, সকল সংস্কার ত্যাগ করে আজ তোমরা বিরাট খাল্‌সা সম্প্রদায়ে পরিণত হলে, বল—অকাল পুরুষ ভগবানের জয়—

সকলে। জয় অকাল পুরুষ ভগবানজীকো জয়।

গোবিন্দ। যাও, তোমাদের হস্তের কৃপাণ উলঙ্গ করে অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছুটে যাও। 'পাহল' তোমাদিগকে মুক্তি দেবে।

শিখগণ গাইল—

গীত

মোরা শক্তির সন্তান,—
নাহি জাত অভিমান ;
দেশের চরণে সঁপেছি প্রাণ।
আসুক শত বাধা দুনির্বার
আসুক মড়ক ঝঞ্ঝা হাহাকার,
মোরা, হব হব—আগুসার
মুক্ত করিয়া ক্ষুধিত কৃপাণ।

[সকলের প্রস্থান]



দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—প্রাসাদ-কক্ষ। কাল—অপরাহ্ন।

[কহলুর রাজা ভীমচাঁদ, হিণ্ডুর রাজা হরিচাঁদ, নাহনপতি মেদিনীপ্রকাশ ও শ্রীনগরের রাজা ফতেচাঁদ প্রভৃতি পার্ব্বত্য রাজন্যবর্গ মিলিয়া মন্ত্রণা করিতেছিল—]

ভীম। ঐ যাদুকরের কথায় তোমরা কখনো ভুল না। তার শক্তি কি? শেষে সেও মজ্‌বে, তোমাদিগকেও মজাবে। দেশে আর তিষ্ঠিতে দিলে না,—জাঠ চাষারা লাঙ্গল ফেলে তরবার নিয়ে তেড়ে আসে! তাদের জয়ধ্বনির কি চীৎকার!—"ওয়া গুরুজী কী ফতে," "ওয়া গুরুজী কী ফতে।"—কাণ ঝালা পালা! যেন বাছারা হলদীঘাটের যুদ্ধ জয় করে এল! বুঝ্‌ছে না ত,—দুদিন পরে চোখে সরষের ফুল দেখ্‌তে হবে—

হরি। সে দিন সমস্ত শিষ্যদল নিয়ে গুরুজী আমাকে ভজাতে এসেছিল!—সবারই হাতে কৃপাণ, প্রকোষ্ঠে লৌহ

বলয়, মস্তকে কাঁকই, খাটো পায়জামার উপর নীল কোর্ত্তা ; সে এক অদ্ভুত দৃশ্য ! যাক গে। আমার প্রাণের কথা কি জান ভাই ?—মোগলের মহিমা তবু সহ্য হবে,—একটা তরুণ বালক এসে যে দেশের রাজগিরি ফলাবেন, এ কিছুতেই সহ্য কর্ত্তে পার্‌ব না।—গোবিন্দজী এসে দেশের দুর্দ্দশার চিত্র যতই রঙিণ তূলি দিয়ে অঙ্কিত করুন—তাঁর পতাকার তলে এসে, তাঁর ইঙ্গিতে কখনো মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে তরবার তুলতে পার্‌ব না।

মেদিনী। তুমি সবার প্রাণের কথা কয়েছ হরিচাঁদ ! কেন আমরা একটা অর্ব্বাচীন বালকের নেতৃত্ব অবনত মস্তকে স্বীকার করে নেব ? আমাদের সামর্থ্যে যদি আমরা মোগলের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পারি, দাঁড়াব না। ব্যাস্ ! পাঁচশো বছোর ধরে মোগল, পাঠানের কত অত্যাচার আমাদের পিতা, পিতামহগণ নীরবে সহ্য করে গেছেন, আমরা হঠাৎ এতটা চাঙ্গা হয়ে উঠি কেন ?

ভীম। মর্‌বার জন্য।—মেওয়ারের রাণা প্রতাপ সিংহের কাণ্ডখানা জানত ?—মোগলের প্রতি চোখ রাঙ্গা করে চাইলে, অমনি ব্যাস্ ?—আকবর বাদশার একটা অঙ্গুলি হেলনে সব ভুষ্। কোথায় গেল সোণার চিতোর, কোথায় গেল শ্যামল মেওয়ার ?—বনে, বনে, পাহাড়ে পাহাড়ে,

গহ্বরে, গহ্বরে ঘুরে সারা!—ঘাসের চাপাটি ভোজন পর্ণ শয্যায় শয়ন;—রাণা গিরির চরম!—

ফতে। মহাত্মা প্রতাপের নাম নিও না ভাই ভীমচাঁদ!—হীন, অভাজন আমরা!—সে পুণ্য নাম নেওয়ার যে আমাদের অধিকার নাই।

ভীম। ফতেচাঁদ ভায়া! স্বাধীনতা, স্বাধীনতা করে খুব চেঁচাও বটে, কিন্তু তোমার চীৎকার যদি দিল্লীর তোরণদ্বার ভেদ করে বাদশার কর্ণে প্রবেশ করে তোমার শ্রীনগরের শ্রী চিরদিনের জন্য যে বিশ্রী হয়ে যাবে সে কথা চিন্তা করেছ?

ফতে। চিন্তা কি ভাই?—যদি সমস্ত শ্রীনগর শ্মশানের আগুনে পুড়িয়ে দেশকে স্বাধীন কর্‌তে পারতেম, আমি শ্রীনগরের বুকের উপর আমার ধন, জন, সম্পদ সমস্তকে ভস্মশেষ কর্‌বার জন্য চিতা সজ্জিত কর্‌তেম;—

মেদিনী। কি দুঃখে ভাই?—মোগল আমাদের কি করেছে?—ভারত ছারখার হোক, রাজপুতনার গৌরব দুর্ব্বহ অপমান ভারে নুয়ে তার তপ্ত মরুভূমির বালুকা সমুদ্রে মিশে যাক্‌, ইন্দ্রপ্রস্থের পুণ্য ক্ষেত্রের উপর মোগলের রক্তাক্ত চরণ-চিহ্ন অঙ্কিত হোক,—আমাদের কি? আমাদের এই পার্ব্বত্য রাজ্যগুলির উপর সম্রাট কখনো দৃষ্টি দেন নি—

ফতে। দেননি কেন জান ?···আমরা এত যে ক্ষুদ্র, এত যে নগণ্য অধম, আমাদের উপর সহজে কাহারো দৃষ্টি পড়ে না।

ভীম। ক্ষুদ্র হয়ে আমরা কোন শক্তি বলে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমান মোগল সম্রাটের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চাইছি ?—

[হঠাৎ গোবিন্দ সিংহের প্রবেশ]

গোবিন্দ। ক্ষুদ্র ধূলিকণার সমষ্টি নিয়ে ঐ দুর্ভেদ্য, বিরাট হিমাদ্রি গঠিত হয়েছে তা কি জান না ভাই ? মোগল, পাঠান কয় মুষ্টি ? কিন্তু তারা আজ বিশকোটি হিন্দুকে দলিত মথিত করে তাদের বিজয় সিংহাসন ভারতের বুকের উপর সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।—কি করে তা সম্ভব হল জান তাই ভীমচাঁদ ?—সম্ভব হল ভ্রাতৃহিংসার বিষে হিন্দুগণ জর্জ্জরিত বলে আজ !—কি কুক্ষণে কুরুক্ষেত্রের সমর প্রাঙ্গণে কৌরব কুমার দুর্য্যোধন এই বিষবৃক্ষের বীজ বপণ করেছিলেন, কত যুগ যুগান্তর অতীত হল, এখনো তার প্রাণঘাতী জ্বালার তীব্র দাহনে ভারতের প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, সমস্ত পুড়ে ভস্মশেষ হয়ে যাচ্ছে। ভাইগণ ! বড় মর্ম্ম বেদনায় আজ তোমাদের দ্বারে দ্বারে এসে মাথা খুঁড়্ছি ; একবার দেশের পানে

ফিরে চাও,—অত্যাচারের ভীম আঘাতে আজ কি দারুণ দুর্দ্দাশা তার! ভাইগণ।—

"তোমাদেরে হেরে চিত চঞ্চল
উদ্দাম ধায় মন।
রক্ত অনল শত শিখা মেলি
সর্প সমান করে ওঠে কেলি;
গঞ্জনা দেয় তরবারি যেন,
কোষ, মাঝে ঝন্ ঝন্।
চল ভাই, ছুটে যাই হাতে লয়ে জয় তুরী
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি"

মেদিনী। তুমি কি উন্মাদ গোবিন্দ জী?

গোবিন্দ। সত্যই আমি উন্মাদ।—ভারতের তীর্থে তীর্থে তার বিচূড় মন্দিরগুলি, মোগলের সিংহাসন তলে লুণ্ঠিত, ভারতের শক্তির গৌরব—বুন্দী, বিকানীর, অম্বর, মাড়াবারের ঐ শিরগুলি আমায় উন্মাদ করেছে—

ভীম। আমরা কিন্তু উন্মাদ নই গোবিন্দ রায়! আমাদের রাজ্য আছে, সুখ ঐশ্বর্য্য আছে, আমরা তোমার মত উন্মাদের পেছনে ছুটে নিজের সর্ব্বনাশ কর্তে পারি না।

গোবিন্দ। তবে থাক ;—তোমাদের দেশকে নির্য্যাতনের রুধিরসিক্ত পদতলে ফেলে রেখে, তোমরা যাও তোমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থের তৃপ্তি সাধন করবার জন্য।—আমি সুখ জানি না, স্বার্থ বুঝি না, আমার সব সুখ ঐশ্বর্য্য ঐ স্বর্গাদপি গরিয়সী জননী জন্মভূমি।—এর উদ্ধারের জন্য আমি জীবন পাত করব।

ফতে। গুরু গোবিন্দ! আমি দীন, শক্তি হীন তোমার পার্শ্বে আমায় ঠাঁই দিয়ে মাতৃ-সেবার সুযোগ দাও—

গোবিন্দ। এস ভাই! ক্ষুদ্র একটা রক্ত করবীও মায়ের পূজার অমূল্য অর্ঘ্য!

[উভয়ের প্রস্থান]

ভীম। হরিচাঁদ ভায়া! ব্যাপার কি? ফতে সিং তিড়িং তিড়িং করে লাফায় কোন সাহসে?

হরি। দেখা যাবে। ভাই ভীমচাঁদ! যুদ্ধ আসন্ন, তৈরি হতে এক মুহুর্ত্ত দেরী কর না।

—*—

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

স্থান—বুদ্ধশাহ ফকিরের আস্তানা। কাল—প্রভাত

ফকির বুদ্ধশাহ ও আমীরগণ

প্রঃ আমীর। খোরা চানা, এক পেয়ালা পানি কেউ দিলে না। ফকিরজী! খোদা আপনার মেহেরবানি কর্‌বেন।

বুদ্ধু। তোমরা বীর, ভয় কি তোমাদের? সম্রাট আলামগীর তোমাদিগকে তাড়িয়ে দিয়েছেন; এই হিন্দুস্থানের কত নবাব, রাজা তোমাদিগকে সেধে ডেকে নেবেন।

দ্বিঃ আমীর। কেউ নেবে না ফকির জী, কেউ নেবে না।—বাদশা আলমগীরের ভয়ে সমস্ত হিন্দুস্থান শির নত করে আছে, কেউ আমাদিগকে আশ্রয় দেবে না।

বুদ্ধু। এই হিন্দুস্থানে এখনো এমন লোক রয়েছে যিনি সম্রাট আলমগীরকে একটুকুও ভয় করে না।

তৃঃ আমীর। কে সে দুঃসাহসী আদ্‌মী।

বুদ্ধু। আমার দোস্ত,—পঞ্চনদের—গুরু গোবিন্দ।

দ্বিঃ আমীর। কাফের আপনার দোস্ত?

বুদ্ধু। হাঁ ভাই, কাফের আমার দোস্ত। ঐ কাফেরের কলিজার মাঝে আমি পয়গম্বরের ছায়া দেখেছি, তাই হিন্দু

মুসলমানের সমস্ত পার্থক্য ভেঙ্গে দিয়ে কাফের গোবিন্দকে বুকের মাঝে টেনে নিয়েছি—এই যে—

[গুরু গোবিন্দের প্রবেশ]

গোবিন্দ। বন্দেগি শা সাহেব!

বুন্ধু। বন্দেগি গুরুজী? তবিয়ৎ আচ্ছা হো—

গোবিন্দ। আপকো দোয়াসে।

বুন্ধু। বহুৎ খোস্ খবর হ্যায় গুরুজী!

গোবিন্দ। কি খবর শা সাহেব।

বুন্ধু। হিন্দু হিন্দুর মস্তক লক্ষ্য করে তরবার তুলেছে। গুরুজী মুসলমানের বিরুদ্ধে যা দিগকে জাগাতে চেয়েছিলেন, তারা হিন্দুর বিরুদ্ধে জেগে উঠেছে। আমি মুসলমান, আমার পক্ষে এটি খোস্ খবর নয় কি গোবিন্দ জী?

গোবিন্দ। না, শা সাহেব! আপনি মুসলমান বলে এটি আপনার পক্ষে খোস্ খবর নয়।—গোবিন্দ মুসলমানের বিরুদ্ধে কখনো দেশকে জাগাতে চায় নি,—চেয়েছে অত্যাচারের বিরুদ্ধে। —যে এই ভারতবর্ষের সিংহাসনে বসে তার ধর্ম্ম, তার কীর্ত্তি, তার বিদ্যাভবন ধ্বংস করে সারা দেশকে লাঞ্ছিত করছে, আমি খড়গ তুলেছি তার উদ্দেশে। সে সম্রাট হৌক, সে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

শক্তিমান পুরুষ হৌক, গোবিন্দ ন্যায়ের পথে চলতে কখনো তাকে ভয় করবে না। মুসলমান বলে কারো উপর গোবিন্দ সিংহের এক কণা ঘৃণা নেই।—এই ভারতে শকেরা এসেছে, দ্রাবিড়েরা এসেছে আজ তারা ভারতের বিরাট সন্তান সঙ্ঘের সঙ্গে মিশে এই ভারতভূমিকে মা বলে পূজা করছে। মুসলমান হৌক, যবন হৌক—যে মহানুভব ভারতের কল্যাণকল্পে প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করবে, সেই আমার দোস্ত,—সেই আমার ভাই—

বুদ্ধু। তা জানি বন্ধু, তাই তোমায় এত ভালবাসি। তুমি হিন্দু নও, তুমি মুসলমান নও,—তুমি মুক্তপুরুষ। কিন্তু তোমার ঘরে বাইরে আজ শত্রু লেগেছে, যে মহৎ সঙ্কল্প নিয়ে অগ্রসর হয়েছ, পার্ব্বে কি এই শক্তিমান দুর্দ্ধর্ষ শত্রুগণের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে তা সফল করতে?

গোবিন্দ। কর্ম্ম করে যাই শা সাহেব, ফল তাঁর হাতে যিনি ভারতের ভাগ্য-পুরুষ। তবে আমার মনের স্থির ধারণা—হিন্দুগণকে পদে পদে লাঞ্ছিত করে, তাদের ধর্ম্ম, তাদের কীর্ত্তির উপর কুঠারাঘাত করে কোন সম্রাট তার সিংহাসন এই হিন্দুস্থানের বুকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারবেন না।

বৃদ্ধ। গোবিন্দজীর বিপক্ষে ত হিন্দু ভ্রাতাগণ দাঁড়িয়েছেন, গোবিন্দজী মুসলমানের সাহায্য চান কি?

গোবিন্দ। আমার কাছে হিন্দু, মুসলমান নেই বন্ধু!

বৃদ্ধ। তবে এই আমীরগণকে সঙ্গে নিন। ইহারা বীর, যুদ্ধ এদের ব্যবসা। এরা পাঠান অশ্বারোহী, খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করে এরা ভারতে এসে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের অশ্বারোহী সৈন্যদলে প্রবেশ করেছিল,—কেন জানি না, এরা সম্রাটের বিষনজরে পড়ে প্রতাড়িত হয়েছে;—কতদিন এই পাঠান বীরগণ অনাহারে অনিদ্রায় রাজ্যে, রাজ্যে আশ্রয় খুঁজে সারা হয়েছে।—সম্রাটের ভয়ে কেহই তাদের আশ্রয় দেয় না, শেষে এই দীন ফকিরের আশ্রয়ে তারা এসেছে। তুমি নাও তাদেরে সঙ্গে, তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য তারা তোমার পার্শ্বে থেকে তোমার সঙ্গে অসি মুক্ত কর্‌বে।

গোবিন্দ। এস ভাইগণ! বল—জয় ভারতের জয়, জয় সত্যের জয়, জয় অলখ নিরঞ্জন ভগবানের জয়,—একি? স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রৈলে যে? পার্‌লে না আমার সঙ্গে জয়-ধ্বনি কর্‌তে? তবে বল—"আল্লা হো আকবর।"

আমীরগণ। আল্লা হো আকবর,—আল্লা হো আকবর।

গোবিন্দ। এস।

[গোবিন্দ ও আমীরগণের প্রস্থান]

বুন্দু। উদার! মহৎ! তোমাকে দোয়া করি গোবিন্দ, খোদার মেহেরবানি তোমার উপর নেমে আস্থক।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—ভিঙ্গালীর যুদ্ধক্ষেত্রের এক পার্শ্ব। কাল—অপরাহ্ন।

[মুক্তকৃপাণ হস্তে মোহন্ত কৃপালদাস ও তাঁর শিষ্য নাগাসৈন্যগণ।]

কৃপাল। কি ভীষণ যুদ্ধ বেধেছে,—ভিঙ্গালী প্রান্তরের শ্যামল দুর্ব্বাদলের উপর রক্তের ঢেউ লেগেছে। পার্ব্বত্য রাজ সংহতির সমস্ত হিন্দুরাজ শক্তি গুরুজীকে সমূলে ধ্বংস কর্‌বার জন্য আজ খড়্গ নিয়ে ছুটেছে। যাও, অগ্রসর হও! —দেশদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী, দুরাচারগণের জন্য ভিঙ্গালী প্রান্তরে রক্ত-শয্যা রচনা কর! দাঁড়িয়ে থেক না,—দেখছ না—সম্মুখে মৃত্যুর ঐ ভৈরবলীলা!—ঐ দেখ গুরুজীকে চারদিক হতে ঘিরে ফেলেছে, যাও, যাও, শীঘ্র ছুটে যাও—

প্রঃ শিষ্য। আর আমরা অগ্রসর হতে পার্‌ব না।

কৃপাল। সে কি? পার্‌বে না কি রকম?

প্রঃ শিষ্য। কে এ স্থির মৃত্যুর মাঝে—ঝাঁপিয়ে পড়্‌বে?

কৃপাল। তবে কেন এসেছ তোমরা ?—একটা শোভা যাত্রার সমারোহ দেখ্‌তে ?

প্রঃ শিষ্য। যে যুদ্ধ! বাপরে! মিছি মিছি প্রাণটা যাবে।

কৃপাল। প্রাণের প্রতি যদি এত মমতা, তবে কেন মুক্ত অসি নিয়ে ছুটে এসেছ ?

প্রঃ শিষ্য। মনে করেছিলাম,—শুধু খানিকক্ষণ ঠুক্ ঠাক্ করে—হয় তারা পালাবে, নয় আমরা পালাব, কিন্তু এযে দেখছি সত্যি সত্যি যুদ্ধ। দুপক্ষেই মরিয়া হয়ে লেগেছে, এমন যুদ্ধে মেতে কে প্রাণ দিতে যাবে বলুন ?

কৃপাল। প্রাণ দেবে না।—কিন্তু প্রাণটাকে কয়দিন বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বে ?...যখন ব্যাধি মহামারি এসে তোমাদের টুটি চেপে ধরে গলায় ঘড়্‌ঘড়ি তুল্‌বে, তখন কি উপায়ে প্রাণটাকে ধরে রাখ্‌বে ? ঐ—যে—ঐযে গুরুজী বিপন্ন হয়ে তোমাদিগকে খুঁজ্‌ছেন, চল,—চল,—দেরী কর না।

প্রঃ শিষ্য। না মোহন্তজী! আমরা যুদ্ধ কর্‌ব না।

কৃপাল। অকৃতজ্ঞ, হতভাগ্যের দল, তোমরা কেউ যুদ্ধ কর্‌বে না।

শিষ্য অনেকে। আমরা কেউ কর্‌ব না, আমরা কেউ কর্‌ব না!

কৃপাল। তরে দূর হ' ‍দুরাচারের দল,—জননী জন্ম-ভূমির অভিশাপ মস্তকে নিয়ে, দুর্ব্বহ জীবন ভার, শির অবনত করে বহন করগে।—যাই আমি মৃত্যুর মাঝে—

পাঁচজন শিষ্য। আমাদেরও সঙ্গে নিন্ মহন্তজী!

কৃপাল। এস, এস,—ঐ দেখ গুরুজীর সর্ব্বাঙ্গ রক্তে সিক্ত হয়ে গেছে, এস, এস এই আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হতে গুরুকে উদ্ধার করি।

[পাঁচজন শিষ্যসহ প্রস্থান]

প্রঃ শিষ্য। এমন লড়ায়ে মোহন্ত দেখি নি বাবা। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সব গেছে চুলোয়।—এসেছিলাম মোহান্তজীর কাছে যাগ যোগ কিছু শিখব। হঠযোগ ত গেল হঠে,—মল্ল যোগের পাল্লায় এসে পড়্লাম শেষে;—দিন রাত তরবার ঘুরোও, বর্ষা ছোড়—

দ্বিঃ শিষ্য। ধর্ম্ম, কর্ম্ম না হোক,—লুচি, পুরিটা হত তবু ছিল ভাল,—কিন্তু বাবা! রাত দিন ফল, মূল, আর কাঁচা কলা সেদ্ধ! যাক্, দুচার দিন ভগবানকে ডেকেছিলাম কি না তাই প্রাণটা রক্ষা হল।—পালাও—পালাও, যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে সব এদিকে ছুটে আস্‌ছে।

[সকলের প্রস্থান]

পটপরিবর্ত্তন

স্থান—যুদ্ধক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব। কাল—রাত্রি।

[ধাবমান পাঠান আমীরগণের পশ্চাতে পশ্চাতে রক্তাক্ত দেহে গুরু গোবিন্দ ও শিখ সৈন্যগণের প্রবেশ]

গোবিন্দ। শিখ সৈন্যগণের শিবির লুঠ্ করে কোথায় পালাচ্ছ তোমরা ?

প্রঃ আমীর। পালাচ্ছি কোথায় ? আমরা লুঠ কর্‌তে যাচ্ছি।

গোবিন্দ। এ ঘোর যুদ্ধের সময় তোমরা রণস্থল পরিত্যাগ করে লুঠ কর্‌তে যাচ্ছ ?

প্রঃ আমীর। আমরা দেশ ছেড়ে এ বিভূঁই পরদেশে এসেছি পয়সা রোজগারের জন্য, যাতে তার সুবিধা হয় তা কর্‌ব না ?

গোবিন্দ। আগে প্রাণ নিয়ে দেশে যেতে পার কি না দেখ, যে যুদ্ধ লেগেছে কেউ যে বেঁচে থাকব সে ভরসা হয় না।

প্রঃ আমীর। আমাদের ভরসা খুব হয়। আমরা কি এখানে ভারত উদ্ধার কর্‌তে এসেছি। যে দিকে সুবিস্তা সম্‌জাব সে দিকে যোগ দেব।—

গোবিন্দ। [ক্রোধ কম্পিত স্বরে] বিশ্বাসঘাতক—নিমকহারাম!—তোমরা যখন অনাহারে নিরাশ্রয়ে মর্‌তে বসেছিলে আমি না তোমাদিগকে সে ভীষণ বিপদের সময় রক্ষা করি?—

প্রঃ আমীর। তাতে মাথা কিনেছ নাকি?

গোবিন্দ। কিনেছি বই কি! অকৃতজ্ঞ! এখনি আমার কেনা মাথা ধূলার মাঝে লুটিয়ে দিচ্ছি।

[আমীরকে আক্রমণ ও আমীরের শির অসির আঘাতে ভূমিতে পতিত]

[অন্যান্য আমীরগণ গোবিন্দকে আক্রমণ করিলে শিখগণ সহ তাদের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান]

গোবিন্দ। ফকিরজী!—ফকিরজী! তোমার শরণাগত পাঠানদের কাণ্ড দেখে যাও—এই আসন্ন বিপদের মধ্যে তাদের কি ব্যবহার!

[অদূরে এই সময় শিখ সৈন্যগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে ফতেচাঁদের অধীনে বিপক্ষ সৈন্যদলের প্রবেশ]

গোবিন্দ। দেশ দ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক ফতেচাঁদ! তুমি না দেশের দুঃখে গলে আমার পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিলে? আজ ভীমচাঁদের সহিত তুচ্ছ স্বার্থে জড়িত হয়ে দেশের সর্ব্বনাশ

করতে উদ্যত হয়েছ? এই বুকের মাঝে না তোমায় বন্ধু ভাবে একদিন জড়িয়ে ধরেছিলেম?—সেই বুকে তরবার হান্‌বে? এই বুক পেতে দিলেম, তোমার ঐ তরবার আমূল বসিয়ে দিয়ে এক মুহূর্ত্তে তোমাদের সকল আপদের অবসান কর। চারদিকে বিশ্বাস ঘাতকের দল। আমি কাকে নিয়ে যুদ্ধ কর্‌ব? আমার নিজেকে বিশ্বাস হচ্ছে না।—ফতেচাঁদ, ওদের সঙ্গে কি যুদ্ধ কর্‌ছ? এস, আমায় হত্যা কর—

[দ্রুত মুসলমান সৈন্যসহ বুদ্ধুশার প্রবেশ]

বুদ্ধু। ফতেচাঁদের সাধ্য কি দোস্তকে হত্যা করে?—হিন্দু অকৃতজ্ঞ, পাঠান বিশ্বাসঘাতক, যাক তারা জাহান্নামে। বুদ্ধুশা তার একমাত্র পুত্র সহ, বিশ্বাসী মুসলমান সৈন্যদল নিয়ে উপস্থিত হয়েছে;—এরা খাঁটী মুসলমান, কখনো পৃষ্ট ভঙ্গ দিয়ে বন্ধুকে পরিত্যাগ কর্‌বে না। যাও, তোমরা অগ্রসর হও, এস দোস্ত—

[উভয় দলের ভীষণ যুদ্ধ]

ফতেচাঁদ। [যুদ্ধ করিতে পশ্চাৎ হটিয়া] নাঃ! আর পার্‌লেম না। গুরুজীর আজ অমানুষিক শক্তি; সকলে প্রায় গুরুজীকে পরিত্যাগ করেছিল, আবার কোন দৈব বলে নিমেষে অসংখ্য দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলে।

নাঃ—নাঃ আর রাখ্‌তে পার্‌লেম না। পালাই—পালাই—

[সৈন্যগণ সহ ফতেচাঁদের প্রস্থান, গুরুগোবিন্দের সৈন্যদলের তাহাদের পশ্চাৎ ধাবন]

গোবিন্দ। নাঃ। এবার সত্যই সব পালাচ্ছে, আমাদের সৈন্যগণ তাদের পশ্চাৎ ছুটেছে—যেন প্রলয়ের ধ্বংসরূপে,—ওকি বন্ধু? কা'কে খুঁজছ?

বুদ্ধু। পুত্রটিকে এইখানে পতিত হতে যেন দেখেছিলাম—

গোবিন্দ। সে কি?

বুদ্ধু। [একটা পতিত শব কোলে লইয়া] এই যে! আহা! সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত! যাও পুত্র, পিতার অশ্রুতে 'অজু' করে পবিত্র হয়ে খোদার চরণ তলে আশ্রয় নাও।

গোবিন্দ। আজ এ বিজয়ের সব আনন্দ এই সুকুমার শিশুর হৃদয়ের স্পন্দনের সঙ্গে অবসান হলো! ও—হো—হো—

বুদ্ধু। ও—হো—হো [গোবিন্দকে আলিঙ্গন]

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—দিল্লীর দরবার-কক্ষ। কাল—পূর্ব্বাহ্ণ

[সিংহাসনে সম্রাট ঔরঙ্গজেব, ওম্‌রাহগণ সম্রাটের উভয় পার্শ্বে উপবিষ্ট, তাতার প্রহরিগণ দ্বার রক্ষা করিতেছিল। এই সময় রাম রায় আসিয়া সম্রাটকে কুর্ণিশ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।]

ঔরঙ্গ। কি হে রাম রায়? যদি কাফেরের কলিজার খুনে জুমা মসজিদের রক্ত প্রস্তরগুলি রাঙ্গা করে দিই কেমন সুরৎ হয় বল দেখি?

রাম। বহুৎ, খুভ!—যদি ভিঙ্গালীর যুদ্ধটা জুমা মস্‌জিদের সুমুখে হত জাঁহাপনার এই মর্জ্জিটা সফল হয়ে যেত।

ঔরঙ্গ। শুন্‌লাম ভিঙ্গালীর যুদ্ধে তোমার দুশ্‌মন গোবিন্দজীর জয় হয়েছে।

রাম। হত না জনাব! যদি ফকির বুদ্ধুশা অসংখ্য মুসলমান সৈন্য নিয়ে এসে গোবিন্দের সঙ্গে যোগ না দিত।

ঔরঙ্গ। ফকির বুদ্ধুশা?

রাম। হাঁ জাঁহাপনা। দেখ্‌লেম—সে আজ ছদ্মবেশে দিল্লীর পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ঔরঙ্গ। প্রহরি!—

[কুর্ণিশ করিয়া জনৈক তাতার প্রহরী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল]

ঔরঙ্গ। ফকির বুদ্ধু শা ছদ্মবেশে দিল্লীর পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোতয়ালকে বোলাও, যেন এখনই গ্রেপ্তার করে তাকে এখানে নিয়ে আসে।

প্রহরী। যো হুকুম জনাব!

[কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান]

রাম। পারেন না কি জনাব! আপনার দুর্ব্বার সৈন্য-দল লেলিয়ে দিয়ে পঞ্চনদের উপর দিয়ে রক্তের বন্যা বহিয়ে দিতে?

প্রঃ ওম্। তখন রামরায় পঞ্চনদ ছেড়ে কোথায় যাবেন?

রাম। সপরিবারে সম্রাটের চরণতলে এসে আশ্রয় নেব।

ঔরঙ্গ। রামরায়ের রাজভক্তিতে সত্যই আমি সন্তুষ্ট। হিন্দুস্থানের কাফেরদের মধ্যে একমাত্র সাধুপুরুষ তুমি।

রাম। জাঁহাপনার মেহেরবানি।—আমি ত জাঁহাপনার তাঁবেদার গোলাম।

ঔরঙ্গ। তোমার এ রাজভক্তির জন্য তোমায় খেতাব

দেব রামরায়! তুমি গোবিন্দের সমস্ত গোপন কথা আমায় এসে জানাবে।

রাম। জাঁহাপনা জানের মালিক! আপনার দোয়াতে কি না হয়। এ দাসকে আপনার বিশ্বাসী নফর বলেই জানবেন।

[ফকির বুদ্ধুশাকে লইয়া প্রহরীর প্রবেশ]

ঔরঙ্গ। বুদ্ধুশা, তুমি মুসলমান না কাফের?

বুদ্ধু। খোদা জানেন। তাঁরই বান্দা আমি।

ঔরঙ্গ। খোদা তোমায় দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন খোদার রাজ্য হতে কাফেরগণকে উচ্ছেদ করতে; তুমি তা না করে তাদের সাহায্য করছ?

বুদ্ধু। বান্দা খোদার সে আদেশ শোনেনি।

ঔরঙ্গ। তুমি খোদার পেয়ারের পাত্র না হলে খোদার আদেশ শুনবে কেন?

বুদ্ধু। বান্দা বড় অভাজন তাই বান্দার সঙ্গে খোদা পেয়ার করছেন না।

ঔরঙ্গ। তুমি রাজদ্রোহী।

বুদ্ধু। সে কি জনাব?

ঔরঙ্গ। তুমি কাফের গোবিন্দের পক্ষে যেয়ে দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ।

বুদ্ধু। মিথ্যা কথা জাঁহাপনা। গোবিন্দজীর যুদ্ধ হয়েছে পার্ব্বত্য হিন্দু রাজাগণের সঙ্গে—

ঔরঙ্গ। সে যুদ্ধে যে মোগল সম্রাটের স্বার্থ আছে তুমি জান না?

বুদ্ধু। না হুজুর।

ঔরঙ্গ। তুমি কাফেরের সঙ্গে দোস্তি করে খোদার কাছে অপরাধী হচ্ছ কেন?

বুদ্ধু। বেয়াদপি মাপ কর্‌বেন জনাব।—কাফের সঙ্গে দোস্তি সম্রাট আলামগীরও কর্‌ছেন,—তাঁর পূর্ব্ব পুরুষগণও করেছেন;—দিল্লীর এই মোগল মস্‌নদ কাফের ও ইস্‌লামের দোস্তির উপর শিকড় গেড়েছে।—মানসিংহ, জয়সিংহ, যশোবন্ত সিংহের অপরিমেয় মোগল প্রীতির উপর এই সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত নয় কি জনাব?

ঔরঙ্গ। সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর, সাজাহান কি করেছেন তার কৈফিয়ত আমি দিতে পারি না।—তবে ইহা সম্পূর্ণ সত্য কথা যে সম্রাট ঔরঙ্গজেব কখনো কাফেরের সঙ্গে দোস্তি করে না,—জয় সিংহ, যশোবন্ত সিংহ দিল্লীর সম্রাটের নফর মাত্র,—দোস্ত হওয়ার সে স্পর্দ্ধা তারা কর্‌তে পারে না।

[প্রহরী সহ অজ্‌মের চাঁদের প্রবেশ]

অজ্। দিল্লীর শাহান শা বাদশা আলামগীরের জয় হোক।

এই নফর আজ একটি জরুরী আর্‌জ নিয়ে সম্রাট সমীপে উপস্থিত হতে সাহসী হয়েছি।

ঔরঙ্গ। কি আরজ ?

অজ্। এই নফর কহলুরের নবীন রাজা।—সমস্ত পার্ব্বত্য হিন্দু রাজাগণ আমাকে প্রতিনিধি করে সম্রাটের কাছে নিবেদন কর্‌তে পাঠিয়েছেন।—পঞ্চনদের গুরুগোবিন্দের অত্যাচারে সমস্ত পার্ব্বত্য হিন্দুরাজাগণ উৎপীড়িত আজ। তাঁরা গোবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিলেন কিন্তু সফলকাম হতে পারেননি। তাই তাঁরা জাঁহাপনার সাহায্য প্রার্থনা জানিয়েছেন।

ঔরঙ্গ। ভাল কথা। আমি সেদিন শিরহিন্দপতিকে গোবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠাবার জন্য ফার্‌মান্ দিয়েছি, তোমরা তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ করগে।

অজ্। যো হুকুম জনাব।

[কুর্ণিশ্ করিতে করিতে প্রস্থান]

ঔরঙ্গ। এবার চারিদিক হতে সুযোগ হয়ে উঠ্‌ছে, এবার পঞ্জাবের গুরুর দফা রফা। বুদ্ধু শা আবার তোমার দোস্তের সঙ্গে যোগ দিয়ে রাজদ্রোহিতা কর্‌বেনা ?

বুদ্ধু। গোবিন্দজীর খালসা সৈন্যদল নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হয়ে

উঠেছে। বর্ত্তমানে কারো সাহায্যের বোধ হয় তাঁর দরকার হবে না।

ঔরঙ্গ। সে দেখা যাবে। রামরায়! তুমি গুপ্তচর হয়ে যুদ্ধের প্রত্যেক খবর আমাকে পাঠাবে।

রাম। যে আজ্ঞে।

[নেপথ্যে হতে আজানের ধ্বনি শ্রুত হইল]

ঔরঙ্গ। জুমা মস্‌জিদে আজান হচ্ছে। খোদা! খোদা! খোদা!—আস্‌মান, দুনিয়ার মালিক তুমি। এ দীনকে দয়া কর।

[সিংহাসন হইতে নামিয়া নেমাজ করিবার ভঙ্গীতে দাঁড়াইলেন, রামরায় ভিন্ন সকলেই তাই করিল]

ঔরঙ্গ। রামরায়, তুমি বসে রইলে যে? উঠে এসে নেমাজে যোগ দাও।

রাম। আজ্ঞে জনাব!—জনাব!—

ঔরঙ্গ। না, তা হবে না; নেমাজ কর্‌তেই হবে! বুদ্ধুশা, এ কল্‌মা জানে না, একে ভাল করে শিখিয়ে দাও।

[সকলে নেমাজ করিতে লাগিল, রামরায় তাহাতে যোগ দিয়া আনাড়ির মত ভঙ্গী করিতে লাগিল]

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—নয়না দেবীর মন্দির। কাল—অমা রজনী।

[প্রতিমার সম্মুখে কৃপাল দাস গাইতেছিল।]

গীত

শঙ্কিত চিত এ কম্পিত পরাণ।
কেন অনল উগারি জ্বলিছে নয়ান ?
ওমা, কি পূজা রেখেছি বাকী,
কোন উপচার করিনি দান ?
প্রভাতে দিয়েছি চরণে ডারি
শিশিরসিক্ত শত কুসুম হাসি,
সন্ধ্যায় জ্বেলেছি দীপ
পুড়িয়ে বাসনা রাশি।
এ ঘোর নিশায়
প্রাণ তোর কি যে চায় ?
কেন থমকি থমকি
উঠিছে চমকি,
ক্ষুব্ধ আবেগে ক্রুদ্ধ কৃপাণ ?

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—মুখওয়াল দুর্গাভ্যন্তর। কাল—সন্ধ্যা।

গুরু গোবিন্দ

গোবিন্দ। আজ গর্ব্বে বক্ষঃ আমার স্ফীত হয়ে উঠ্ছে।—সুদূর পঞ্চনদের এ দীন গুরুকে ধ্বংস কর্‌বার জন্য দিকে দিকে কি বিরাট আয়োজন! অতীতের সে বিশ্ব-বিজয়ী বীর এলেকজাণ্ডার যদি সম্রাট ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠাতেন, সম্রাট এর চেয়ে বোধ হয় বেশী আয়োজন কর্‌তেন না।

[ধরম্ সিংহের প্রবেশ]

ধরম। না, গুরুজী! কোন দিকে বেরুবার পথ নেই। দুর্গের সমস্ত দ্বার অবরোধ করে বিপক্ষের সেনাদল ঘাটি করেছে, বাহির হতে রসদ আন্‌বার সামান্য সুবিধাটুকুও বন্ধ হয়ে গেল। উপায় কি গুরুজী?

গোবিন্দ। উপায় নেই, সকলকে মর্‌তে হবে। তার জন্য প্রস্তুত হও। চেয়ে দেখ ঐ অস্তগামী আরক্ত সূর্য্যের পানে! ওর সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চনদের গৌরব-সবিতাও অস্ত যাচ্ছে! কি কর্‌ব ধরম সিংহ!—অভিশপ্ত জাতি এ হিন্দুগণ! এদের অভিশাপ মোচনের জন্য কৈশোরে সন্ন্যাস নিয়ে, সারা জীবন

ভোর সাধনা কর্‌লেম কিন্তু পার্‌লেম না ত এই দুরপনেয় অভিসম্পাদ মোচন কর্‌তে—

[দয়াসিংহের প্রবেশ]

দয়া। গুরুজী!—গুরুজী!—

গোবিন্দ। কি দয়াসিংহ? তোমার কণ্ঠে এত কাতরতা কেন? কি হয়েছে?—

দয়া। মা তাঁর কনিষ্ঠ পৌত্র দুজনকে নিয়ে দুর্গ ত্যাগ করেছেন।

গোবিন্দ। সে কি?

দয়া। হাঁ গুরুজী! ভ্রাতা জোরাবরসিংহ ও ফতে-সিংকে নিয়ে মা দুর্গ ছেড়ে চলে গেছেন; সঙ্গে একমাত্র পাচক-ব্রাহ্মণ গঙ্গু—

গোবিন্দ। মা! মা! একি কর্‌লে মা? শক্তি স্বরূপা মা আমার! তুমি যদি সন্তানকে ত্যাগ কর্‌লে, কে তার মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করে তাকে সমর বিজয়ী করে তুল্‌বে? মা! তুমি যদি নিজেকে অসহায়া মনে করে সন্তানের আশ্রয় ত্যাগ করে থাক, তবে মা! তুমি সংসারের ধারা তোমার এ স্থবির বয়সেও জান্‌লে না।—সংসারের বিপদসঙ্কুল ধূ ধূ প্রান্তরে কে তোমায় এ সন্তানের মত তার স্নেহ নিবিড় বিপুল বক্ষঃ দিয়ে ঘিরে রাখবে? মা! না বুঝে তুমি

নিজের সর্ব্বনাশ করেছ, তোমার পৌত্রগণেরও সর্ব্বনাশ করেছ।

দয়া। তাঁকে খুঁজে নিয়ে আসি গুরুজী?

গোবিন্দ। কোথায় খুঁজবে? যে মা সন্তানকে ফেলে চলে যায়, সে মাকে কি কখনো খুঁজে পাওয়া যায়? শত্রু বেষ্টিত এ পুরী হতে মা কেমন করে বেরিয়ে গেলেন?

দয়া। গঙ্গু নাকি মোগল সৈন্যাধ্যক্ষের কাছ হতে ছাড়-পত্র সংগ্রহ করেছিল।

গোবিন্দ। গঙ্গু আমাকে একটু ইঙ্গিতেও জানাল না? কি জানি? কেন তার এই মমতা! হয়ত সে পুত্রদের বুকে ছুরি বসাবে।

[ব্যস্ত হইয়া মহাকম সিংহ ও তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ শিখ সৈন্যগণের প্রবেশ]

মহাকম। সর্ব্বনাশ গুরুজী! সর্ব্বনাশ—

গোবিন্দ। কি? কি? মাকে তারা বধ করেছে?—

মহাকম। মার কোন অমঙ্গলের কথা নয়; অমঙ্গল এ পঞ্চনদের!—আমাদের প্রায় সমস্ত সৈন্যগণ দুর্গ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে; আসুন গুরুজী! তা দিগকে ফিরিয়ে আনি, আসুন।

গোবিন্দ। যারা গুরুর উপর বিশ্বাস হারিয়েছে তারা কি গুরুর কথায় ফিরে আস্‌বে? যাক্‌,—সব চলে যাক্‌। তোমরা কেন হেথায় দাঁড়িয়ে আছ? চলে যাও, সব চলে যাও। আজ তোমাদের কাছে তোমাদের গুরু অতি ছোট, ধর্ম্ম অতি তুচ্ছ, দেশ অতি ঘৃণার পাত্র,—আজ তোমাদের কাছে প্রিয়তম তোমাদের ঐ প্রাণটুকু! যাও, যেমন করে পার তাকে রক্ষা করগে। দাঁড়িয়ে রৈলে যে?—যাও যাও। গুরুর মুখের দিকে অমন করে তাকিয়ে আছ কেন?—তোমাদের গুরু নেই, দেশ নেই;—প্রাণটুকু আছে, আততায়ীর পদতলে পড়ে সেটি রক্ষা করগে।

সকলে। আমরা কেউ যাব না।

গোবিন্দ। না। তা হবে না। তোমাদের যেতে হবে। মা সন্তানকে ছেড়ে গেল,—শিষ্য গুরুকে ছেড়ে গেল, শুধু এ কয়খানা হাড়ের তলে হৃৎপিণ্ডের ভিতর যে প্রাণটুকু ধুক্‌ ধুক্‌ কচ্ছে,—তার জন্য;—একটা ক্ষুদ্র বিষকণায় যাকে এক নিমেষে স্তম্ভিত করা যায়। তোমরাও থেক না, পালাও—পালাও,—প্রাণটুকু নিরাপদ কর।

সকলে। আমরা যাব না,—গুরুজীর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে প্রাণ দেব,—"জয় গুরুজীর জয়!"

গোবিন্দ। গুরু কোথায়? সে মরেছে। এই যে

দেখছ—এ তার প্রাণহীন কঙ্কাল।—ভারত মহাশ্মশানের জ্বলন্ত অঙ্গার মধ্যে দাঁড়িয়ে তার ধ্বংসলীলা দেখ্‌ছে।

সকলে। আমরা কিছুতেই যাব না গুরুজী! জয় গুরুজীর জয়—

গোবিন্দ। যাবে না? প্রাণ দেবে? সত্যই তা দিতে পার্‌বে?

সকলে। শ্রী বাহী গুরুজীকীফতে। আমরা প্রাণ দেব।

গোবিন্দ। তবে অগ্রসর হও। ভারতবিধ্বংসী হিন্দু মুসলমানের মিলিত উদ্ধত শক্তিকে দ্বিধা ছিন্ন করে অগ্রসর হও। "জয় অলখ নিরঞ্জন", "জয় অলখ নিরঞ্জন।"

[নেপথ্যে হঠাৎ রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল ও কামানের শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল।]

গোবিন্দ। অই বাজে ভেরী আসে মহাআহ্বান, মরণের ডাকে কে দিবিরে সাড়া রক্ত করিবি দান?

[জীবন সিংহের প্রবেশ]

জীবন সিংহ। গুরুজী! গুরুজী! সাবধান! সাবধান! শত্রুগণ আপনার শির লক্ষ্য করে ছুটেছে।

গোবিন্দ। কি জীবন?

জীবন। আপনার পাগড়ী পর্‌বার সৌভাগ্য দু দণ্ডের জন্য আমায় দিন। গুরুজীর শির সমস্ত শত্রুর লক্ষ্য আজ। —পাগড়ীটি আমায় দিন আমি সে লক্ষ্যের বিষয় হই—

সকলে। ধন্য! ধন্য! জীবন সিংহ।

গোবিন্দ। জীবন!—প্রিয়তম আমার! হীন ঝাড়ুদার ঘরে জন্ম তোমার, কিন্তু কি মহৎ! কি উদার! গুরুকে রক্ষা কর্‌বার জন্য এমন মহৎ প্রাণ নষ্ট হবে? কখনো না। পাগ্‌ড়ী দেব না।

জীবন। [গুরুর পদতলে পড়িয়া] অভাজনের আশা পূর্ণ করুন। এই সৌভাগ্যটুকু আমায় ভিক্ষা দিউন। এক দিন মর্‌তে হবে, আজ এই গৌরব বহন করে যেন মর্‌তে পারি। গুরুজী! আপনার এখনো অনেক কাজ বাকী, দেশ শত্রুর শকট-চক্রতলে ফেলে আপনি মরতে পারেন না।

গোবিন্দ। [পাগড়ী পরাইয়া দিয়া] জয় অলখ নিরঞ্জন! যাও দেশের গৌরব তোমার অসির ঝল্‌কে দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ক। পুত্র অজিত আর জুঝার সিংহ কোথায়?

জীবন। তারা শত্রুর রণবাদ্য শুনে মোহান্ত কৃপালদাস সহ মুক্ত কৃপাণ করে শত্রুর উপর আপতিত হয়েছে।

গোবিন্দ। জয় অলখ নিরঞ্জন! জয় অলখ নিরঞ্জন!

সকলে। জয় গুরুজীর জয়,—জয় গুরুজীর জয়।

[মুক্ত অসি হস্তে বেগে সকলের প্রস্থান]

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—কারাগার। কাল—প্রভাত।

[কারাগার মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ জোরাবর সিংহ ও ফতেসিংহ।
অদূরে প্রহরী।]

ফতে। কি অন্ধকার রাত্রি কেটেছে! সারা রাত্রির মধ্যে একটু আলো দেখালে না, এক বিন্দু জল খেতে দিলে না। দাদা! এই শেখল খুলে দাও না, বড্ড লাগ্‌ছে!

জোরাবর। কি করে খুলব ভাই! আমারও যে হাত দুটি শেখলে বাঁধা!

ফতে। দাদা! ঠাকুরমা নেই, বাবা নেই, আমার মন কেমন কচ্ছে! গঙ্গু আমাদেরে হেথায় নিয়ে এসে এত যন্ত্রণা দিচ্ছে কেন?

জোরাবর। কথা কস্‌নে ভাই, তারা শুন্‌তে পেলে আবার মার্‌বে। গঙ্গু বিশ্বাস ঘাতক সে মুসলমানদের কাছে আমাদেরে ধরিয়ে দেছে।

ফতে। আমি ফিরে যেয়ে গঙ্গুর কথা সব বাবাকে বলে দেব।

জোরাবর। আর কি বাবার কাছে ফিরে যেতে পার্‌ব ভাই!

ফতে। কেন? তারা কি আমাদেরে কেটে ফেল্‌বে।

জোরাবর। কাট্‌তে পারে ভাই!

ফতে! আগে দাদা, তোমায় কাট্‌বে না আমায় কাট্‌বে?

জোরাবর। কি জানি ভাই!

ফতে। আগে যদি তোমায় কাটে, আমি কাট্‌তে দেব না।

জোরাবর। কেন ভাই?

ফতে। সে আমি সইতে পার্‌ব না দাদা!

জোরাবর। আর তোকে কাট্‌লে আমি তা সইতে পারব?

ফতে। তুমি যে দাদা, বড় হয়েছ, তুমি যুদ্ধ যেয়ে কত লোক কাট্‌বে দাদা! ঐ কারা আস্‌ছে,

[নবাব বাজিদ খাঁ, গঙ্গু, জল্লাদ প্রভৃতির প্রবেশ]

ফতে। তোমরা আমাদের কাট্‌তে এসেছ?

বাজিদ। হাঁ কাট্‌তে এসেছি।

ফতে। আগে আমায় কাট, তারপর দাদাকে কেটো।

জোরাবর। না, না আগে আমায় কাট। ওকে ছেড়ে দিতে পার না তোমরা? কতটুকুন রক্ত ঐ এক রত্তি শরীরে? ঐ রক্ত টুকুন তোমাদের খুব দরকার হবে কি? গঙ্গুদা, এ কি করেছ? তারা তোমায় টাকা দিয়েছে, বাবা কি তোমায় কখনো টাকা দেন নি? ফতুকে তুমি কোলে করেছ, মুখে চুমো দিয়েছ, পিঠে করে নেচেছ; আজ তার হত্যা দেখ্‌তে এসেছ।—দেখে খুব আনন্দ হবে কি?

বাজিদ। তোমাদিগকে কাটব না, যদি আমার একটা কথা শোন।

জোরাবর। কি কথা?

বাজিদ। তোমরা যদি সত্য ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ কর তোমাদের সকল অপরাধ মাপ কর্‌ব।

গঙ্গু। তাই কর ফতুদা, তাই কর জরুদা! তার জন্য নবাবের কাছে কত ইনাম পাবে, সুখে থাক্‌বে।

জোরাবর। তুমি আমার সুমুখ থেকে সরে যাও গঙ্গুদা! তোমায় দেখলে আমার বুক ফেটে কান্না আসে। তুমি ঠাকুরমার কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে? আহা! তিনি কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছেন।

বাজিদ। গঙ্গুর কথা থাক্, এখন বল, মুসলমান হবে কিনা ?

জোরাবর। কেন মুসলমান হব ?

বাজিদ। জাইগীর পাবে, ইনাম্ পাবে, প্রাণটিও বাঁচবে।

জোরাবর। তুমি কি জান না যে আমরা গুরু গোবিন্দ সিংহের পুত্র ?

বাজিদ। খুব জানি।

ফতে। জান কি আমাদের পিতামহ,—গুরু তেগ-বাহাদুর মৃত্যুর স্বমুখে দাঁড়িয়ে রক্তের লেখায় কি লিখেছিলেন ?—

বাজিদ। কি লিখেছিলেন ?

ফতে। লিখেছিলেন,—"শির দিলাম, ধর্ম্ম দিলাম না।"

বাজিদ। তা জানি।

জোরাবর। তবে জেনে শুনে কেন তাঁর নাতিগণকে ধর্ম্ম ত্যাগ কর্‌তে বল্‌ছ ?

বাজিদ। ইস্‌লাম ধর্ম্ম সত্য ধর্ম্ম।

জোরাবর। যার পূর্ব্ব পুরুষগণ বেদ, উপনিষদ রচনা করেছেন তা'দিগকে ধর্ম্ম শেখাতে এসেছ তুমি ?

বাজিদ। তবে মরবার জন্য প্রস্তুত হও।

জোরাবর। প্রস্তুত আছি, সে ভয় আমাদের নেই।

ফতে। ভয় কিসের দাদা ?—টুক্ করে গলাটা কাট্‌বে বৈ ত না ?—ওতে আমাদের কোন কষ্ট হবে না।

জোরাবর। তোমরা কাপুরুষ ; ছলে আমাদিগকে বন্দী করেছ। মৃত্যুভয় দেখিও না। জান, শিখ সন্তান কৃপাণ শিয়রে রেখে শুয়ে থাকে ?

ফতে। আগে আমায় কাট আমি চোখ বুজে আছি।

বাজিদ। তোমাদের কাট্‌ব না। আরো কঠিন শাস্তি দেব। দেখ, এখনো সময় আছে, ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ কর।

গঙ্গু। তাই কর দাদারা, তাই কর।

জোরাবর। গঙ্গু তুমি আমাদের সুমুখ হতে দূর হ। তাই করব ? তুচ্ছ প্রাণের জন্য ধর্ম্ম দেব ? আমাদের শিরায় শিরায় গুরু তেগবাহাদুরের রক্ত,—আমরা তেজস্বী গুরু গোবিন্দের সন্তান ; আমরা প্রাণের ভয়ে ধর্ম্ম দেব ? যে এ কথা বলে,—যদি পারতেম্, তার জিভটা জলন্ত অগ্নিতে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিতেম।

বাজিদ। জল্লাদ,—

জল্লাদ। জনাব !—

বাজিদ। এ দুটাকে নিয়ে জ্যেন্ত দেয়ালের মধ্যে গেঁথে ফেল।

জল্লাদ। যো হুকুম জনাব!

ফতে। বেশ হল দাদা!—দু ভাই মুখে মুখে, বুকে বুকে জড়িয়ে থাকব, এ বড় মজা হবে, বড় সুখে মর্‌ব।

জোরাবর। গঙ্গু, তামাসা দেখ্‌বে এস না।

[শৃঙ্খলাবদ্ধ জোরাবর ও ফতে সিংকে লইয়া জল্লাদের প্রস্থান]

গঙ্গু। হুজুর! আমার ইনাম?

বাজিদ। ইনাম খুব দেব। এত বড় নেমকহারামির ইনাম দেব না!

গঙ্গু। হুজুর! আমি ছেলেদিগ্‌কে ধরিয়ে না দিলে তাদিগ্‌কে কারারুদ্ধ করা আপনার সাধ্য ছিল না।

বাজিদ। সে ত সত্য কথা। আমরা দুচার লক্ষ মোগল পাঠান এসে বিশ কোটি হিন্দুকে পদানত করে রেখেছি কি করে জান?—তোমাদের মত নেমকহারাম, বিশ্বাস ঘাতকের সাহায্য পেয়েছি বলে। তোমাকে ইনাম দেব না? প্রহরি,—

প্রহরী। জনাব!

বাজিদ। জলন্ত লৌহদণ্ড দিয়ে এ কাফেরের সর্ব্বাঙ্গে "নেমক হারাম," "বিশ্বাস ঘাতক" এই কথা কয়টি লিখে সহর ঘুরিয়ে নিয়ে এস; তারপর যতক্ষণ এর জান্‌ বেরিয়ে না যায় ততক্ষণ বেত লাগাও—

গঙ্গু। হুজুর, হুজুর! মাপ করুন, মাপ করুন, আমি ইনাম চাই না।

বাজিদ। ইনাম দেওয়ার আদেশ দিইছি তাকি প্রত্যাহার কর্‌তে পারি? লে যাও প্রহরি,—

গঙ্গু। আমি মুসলমান হব জনাব! আমি ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌ব।

বাজিদ। চাই না তোমায়।—পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, নেমকহারাম কাফেরের প্রবেশ অধিকার নেই। লে যাও।

গঙ্গু। উঃ! উঃ! উঃ।

[গঙ্গুকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান]

—*—

অষ্টম দৃশ্য।

স্থান—লুধিয়ানা নগরের উপকণ্ঠ। কাল—অপরাহ্ণ।

[রুক্ষ কেশে, জীর্ণ মলিন বেশে উদ্‌ভ্রান্তভাবে গোবিন্দের প্রবেশ]

গোবিন্দ। নাঃ।—আর পারি না।—ভীষণ, রক্ত-লিপ্সু অনুসরণকারী শত্রুগণকে পশ্চাতে রেখে আর ছুট্‌তে পারি না।—নগর হতে নগরে, বন হতে বনান্তরে প্রতাড়িত হয়ে,—প্রতি মুহূর্ত্তে শঙ্কাকুল হৃদয়ের স্পন্দনকে দ্রুত করে ছুট্‌ছি;—পথেরও শেষ নেই, জীবনেরও শেষ নেই। গুরুর

নিশ্চিত মৃত্যুকে নিজের মস্তকে টেনে নিয়ে, মরণযাত্রী শিষ্য জীবন সিংহ বলে গেছে,—"গুরু তোমায় বাঁচতে হবে, তোমার কাজ বাকী।" তাই পুত্রশোক বুকে নিয়ে বাঁচ্‌বার জন্য ছুটেছি। উঃ! আর পারি না। দারুণ পিপাসা! কত দিন অনশনে কাট্‌ছে ;—মাথার উপর শুধু নিদাঘের তপ্ত অনাবৃত আকাশ, পদতলে বন্ধুরা পৃথিবী! ওকে যাচ্ছে ?—না, এদিকেই আসছে। হিন্দু বলে যেন মনে হয়, দেখি, এর কাছে একটুখানি আশ্রয় পাই কিনা!

[জনৈক শিখের প্রবেশ]

গোবিন্দ। ভাই! তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফেটে যায়। এই শুষ্ক কণ্ঠে এক বিন্দু জল দাও, আমায় একটু আশ্রয় দাও—

শিখ। কে তুমি ?

গোবিন্দ। আমি গোবিন্দ।

শিখ। কে ? গুরুগোবিন্দ ?

গোবিন্দ। হাঁ ভাই।

শিখ। তোমায় আশ্রয় দিয়ে কে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের ক্রোধ উৎপাদন কর্‌বে ?

গোবিন্দ। বিপন্ন শরণাগতকে আশ্রয় দান যে পরম ধর্ম্ম। সম্রাট বড় না ধর্ম্ম বড় ?

শিখ। আমরা ধর্ম্ম বুঝি না, আমরা স্বার্থ বুঝি। যাও, এখানে কিছু হবে না।

[প্রস্থান]

গোবিন্দ এই স্বার্থপর জাতি নিয়ে স্বাধীনতার সঙ্কল্প,—প্রভাতের স্বপ্ন মাত্র। না! একবিন্দু জল পেতাম তবু যেন ক্লান্তি দূর হত। ঐ না কে জল নিয়ে আস্‌ছে? হাঁ, হাঁ এযে দেখ্‌ছি খাল্‌সা,—আমার শিষ্য;—এর কাছে কখনো প্রত্যাখ্যাত হব না।

[জনৈক খালসা শিখের প্রবেশ]

গোবিন্দ। আমায় চিন্‌তে পারছ? আমি তোমাদের গুরু গোবিন্দ।

শিখ। এখন আর গুরু কি? কি চাই?

গোবিন্দ। আমায় একটু জল দাও,—বড় তৃষ্ণা—

শিখ। কি করে দেব? তুমি যে বিদ্রোহী পলাতক। সম্রাট যদি একথা জান্‌তে পারে।

গোবিন্দ। একদিন না আমার পদতলে পড়ে 'জয় গুরুজীর জয়' গেয়েছিলে?—সে কি শুধু মুখের কথা? প্রাণের একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনিও তার মধ্যে ছিল না?

শিখ। যাও, যাও, পথ ছাড়, ত্যক্ত কর না।

গোবিন্দ। আমি গুরু নই।—দীন, পিপাসাতুর, পথের ভিখারী! তার তৃষিত কণ্ঠে একটুখানি জল দেবে না? আমার প্রাণ যে যায়।

শিখ। যাক্ না,—তোমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য আমার প্রাণ দিতে পারি না।

[প্রস্থান]

গোবিন্দ। এইত দুনিয়া! প্রিয়তম শিষ্য জীবন! স্বার্থের এ প্রেত ভূমিতে কি কাজ আমার বাকী? কি কাজের জন্য বেঁচে থাকব? দেশ আমায় চায় না। যারা আমায় চেয়েছিল তারা প্রায় সব চলে গেছে। শিরহিন্দের পাষাণ ঘেরার মাঝে পুত্র দুজন সমাধি পেয়েছে, তাদের আকুল ক্রন্দন সে পাষাণ কারা ভেঙ্গে যেন আমার মর্ম্মে এসে বিঁধছে! পুত্র অজিত ও জুঝার মুখওয়াল দুর্গ প্রাকারে অতুল শৌর্য্যের অপূর্ব্ব দীপ্তি দেখিয়ে আমার চোখের সম্মুখ দিয়ে মৃত্যুর পারে চলে গেল। তবু আমি বেঁচে আছি।

[মীর মহম্মদের প্রবেশ]

মীর। কে তুমি মোশাফের?

গোবিন্দ। এসেছ? এসেছ? আমায় বধ করবে?

মীর। পাগলের মত কি বলছ? কে তুমি?

গোবিন্দ। আমাকে চিন্‌তে পারনি? তবে কাকে বধ কর্‌তে এসেছ? মোগল সেনানী! যেখানে হিন্দু দেখ্‌ছ হত্যা কর্‌ছ? পার্‌বে কি বিশ কোটি হিন্দুকে এমন করে শেষ করতে?

মীর। এ কি? এ যে গুরু গোবিন্দ।

গোবিন্দ। হাঁ, আমি গুরুগোবিন্দ।—যাকে বন্দী কর্‌বার জন্য তোমাদের মোগল সৈন্যদল দিন রাত্রি ছুটে চলেছে।—

মীর। আমি মোগল সৈন্য নই গুরুজী! আমায় চিন্‌তে পার্‌লে না?—আমি মীর মহম্মদ; তুমি যে আমার কাছে ইস্‌লাম ধর্ম্মের পবিত্র কেতাব্‌ কোরাণ অধ্যয়ন করেছ।

গোবিন্দ। মীর মহম্মদ? আমার সে শিক্ষাদাতা উদার, স্নেহশীল মীর মহম্মদ?—হায় মুন্সীজী!—

মীর। তোমার দুর্ভাগ্যের কথা আমি শুনেছি গুরুজী। হতাশ হয়ো না, দুঃসময় কারো চিরদিন থাকে না;—দিল্লীর মোগল সিংহাসনের প্রতিষ্ঠাতা বাদ্‌শা হুমায়ূন ভীম মরুভূমির তপ্ত বালুকা স্তূপের মধ্যে না প্রাণভয়ে ছুটো ছুটি করে-ছিলেন? আজ হুমায়ূন নেই, কিন্তু তাঁর অবিচলিত অধ্যবসা মোগল সিংহাসনকে ভারত বক্ষে কায়েমি করে গেছে।

গোবিন্দ। কিন্তু এ কায়েমী স্বত্ব সম্রাট ঔরঙ্গজেব রক্ষা কর্‌তে পারবেন কি মুন্সীজী ?

মীর। খোদার মর্জ্জি খোদাই জানেন।—তাঁর ন্যায় বিচারে হক্‌দারই ইনাম্‌ পেয়ে থাকে।

গোবিন্দ। হিন্দুগণ এতই কি বেহক্‌দার যে খোদার একটুখানি মেহেরবানি তাদের উপর নেমে আসে না ?—

মীর। গোষা কর না গোবিন্দজী! তোমাদের হিন্দুগণ খোদার কাছে আরজ কর্‌তে ভুলে গেছে,—তারা দেশের প্রবল রাজশক্তির কাছে শির নত করে জোড়করে নিজের সুখ, স্বার্থের প্রার্থনা জানায় ;—রাজা মেহেরবানি করে মুষ্টি ভিক্ষা যা দেন তাতেই নিজেকে ধন্য মনে করে। খোদার মেহেরবানি যদি হিন্দুর উপর নেমে না আস্‌ত আজ পঞ্চ-নদের গুরুর কণ্ঠের তূর্য্য ধ্বনিতে মোগলের ময়ূর মস্‌নদ কেঁপে উঠ্‌ত না।

গোবিন্দ। মুন্সীজী! সে তূর্য্যধ্বনি আজ নীরব, পুত্রহারা, হৃত সর্ব্বস্ব, পরিত্যক্ত, গৌরবহীন গুরু আজ প্রাণভয়ে বন কান্তারে ছুটে চলেছে।

মীর। গুরুগোবিন্দ প্রাণভয়ে ছুটে চলেছেন ?—গুরুর মুখে শুনেও যে এ কথা বিশ্বাস হয় না। গুরুর কি মহান উদ্দেশ্য তা কি মীর মহম্মদ জানে না ? সে উদ্দেশ্য সফল

না হতে গুরু যে প্রাণ দিতে পারে না। কিন্তু গুরু! তোমার ঘরে বাহিরে শত্রু, এ শত্রুপুরীর মধ্যে তোমার প্রাণটিকে নিরাপদে রাখ্‌তে হলে তোমার একটুখানি কৌশল কর্‌তে হবে।

গোবিন্দ। কি কৌশল মুন্সীজী?

মীর। তোমাকে গুরুর উর্দ্দী ত্যাগ করে মুসলমানের পোষাক পর্‌তে হবে। রাজার জাতি মুসলমান,—মুসলমানের পোষাকে সজ্জিত কোন ব্যক্তির উপর হস্ত তুল্‌তে হিন্দুগণ সাহসী হবে না, আর মুসমানগণও তাদের স্বজাত বলে, কখনো তোমাকে আক্রমণ কর্‌বে না।

গোবিন্দ। এই কি তারা সেই হিন্দু, যারা বুক ফুলিয়ে বিশ্ববিজয়ী গ্রীক্ বীরের বিরুদ্ধে সবলে অসি তুলেছিল, আজ তাদের হস্ত তুচ্ছ পোষাকের ভয়ে স্তম্ভিত?

[নেপথ্যে সৈন্যগণের জয়ধ্বনি ও কোলাহল]

মীর। গুরুজী, তোমার অনুসরণকারীরা এসে পড়েছে, শীঘ্র এ পোষাক ত্যাগ কর, তোমাকে হেথা লুকোবার অন্য জায়গা নেই।

গোবিন্দ। মুন্সীজী!—

মীর। কথা কইবার ফুর্স‍ৎ নেই, শীঘ্র, শীঘ্র!—দুদিনের

হলেও আমি তোমার শিক্ষাদাতা, আমার অনুরোধ ; শীঘ্র এ পোষাক ত্যাগ কর। এই নাও, আমার কাছে পোষাক আছে। তোমার মস্তকের বেণী এলিয়ে দাও।

[গুরুগোবিন্দ শিখ গুরুর পোষাক ত্যাগ করিয়া মুসলমানের পোষাকে সজ্জিত হইল ও মস্তকের কেশ গুচ্ছ এলাইয়া দিল]

[কতিপয় হিন্দু সৈন্যের প্রবেশ]

প্রঃ সৈন্য। কৈ কোথায় গেল ?—

দ্বিঃ সৈন্য। আমি নিশ্চিত তাকে দেখেছি। অপরাহ্নের এই ম্লান অন্ধকারের মধ্যেও তার হাতের কৃপাণ ঝক্ ঝক্ করে উঠেছিল।

প্রঃ সৈন্য। আপনি দেখেছেন খাঁ সাহেব! গুরুগোবিন্দকে ? সে এদিকে পালিয়ে এসেছে ?

মীর। তা হবে—

দ্বিঃ সৈন্য। তবে এ সন্ধ্যার অন্ধকারে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে। তাকে খুঁজে বের করতে হবে, তার মুণ্ডটি মোগল বাদশার কাছে নিয়ে যেতে পার্‌লে অনেক ইনাম পাব।

প্রঃ সৈন্য। ঐ দিকে চল, ঐ দিকেই গেছে—

[সকলের প্রস্থান]

মীর। এইত তোমাদের হিন্দু ?—এরা খোদার মেহের-বানি পাবে ? সত্যই এরা কাফের। হিন্দুরাজ্য স্থাপন করবার আগে এই কাফেরগণকে বিশ্বাসী কর। নৈলে তোমার এ উদ্যম ব্যর্থ।

গোবিন্দ। হায় ভারতবর্ষ !



তৃতীয় অঙ্ক

—*—

প্রথম দৃশ্য

স্থান—প্রান্তর। কাল—প্রভাত।

[ফতেসিংহ ও রামরায়]

ফতে। অপূর্ব্ব পুরুষ এ গুরুগোবিন্দ!—কত দুঃখ, যন্ত্রণার ঝঞ্ঝা মস্তকের উপর দিয়ে বয়ে গেল তবু তাঁর শির একটুখানি নত কর্‌তে পার্‌লে না।—কি অলৌকিক তাঁর স্বদেশ প্রেমের মোহনিয়া শক্তি! এই দেখ্‌লেম,—সব কটা পুত্রকে মৃত্যুর হাতে স'পে দিয়ে রিক্ত সম্বল, সহায়, সম্পদহীন দীন গোবিন্দ উন্মাদের মত পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে; অকস্মাৎ লক্ষ কণ্ঠে গুরুজীর জয়ধ্বনি মরুভূমির বালিয়াড়িতে তুফান তুল্লে। কি পাপ করেছি এই মহাপুরুষের মস্তক লক্ষ্য করে তরবার তুলে! আমি এর প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ব।

রাম। কি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বে?—মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্‌বে নাকি?

ফতে। যদি প্রয়োজন হয়। রামরায়! তুমিও এস,

স্বদেশ দ্রোহী, স্বজাতিদ্রোহী হয়ে যে পাপ সঞ্চয় করেছ তার প্রায়শ্চিত্ত কর।

রাম। আমি স্বদেশদ্রোহী, স্বজাতিদ্রোহী যাহাই হই, রাজদ্রোহী নই কিন্তু।

ফতে। রামরায়, কিছুতেই কি তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না? বারাণসীর বিশ্বনাথের ঐ বিচূড় মন্দিরের পানে চেয়ে দেখ, নবমগুরু তেগবাহাদুরের রক্তের লেখায় সম্রাট ঔরঙ্গ-জেবের অমানুষিক অত্যাচারে যে কীর্ত্তি-কথা কালের পাতায় চির মুদ্রিত হয়ে গেছে তা একবার পাঠ কর, জিজিয়ার অপমান ভারে হিন্দুগণ যে প্রতি মূহুর্ত্তে লাঞ্ছিত হচ্ছে তার বিষয় একবার ভেবে দেখ। দেখ, রামরায়, প্রবল সামরিক সাহায্যের সুবিধায় যে শক্তি তাঁর অত্যাচারের লৌহ শকট অসহায় প্রজার পাঁজর চূর্ণ করে চালিয়ে নেয়, তার বিরুদ্ধে যদি কেউ প্রতিবাদ করে সে কি রাজদ্রোহ?— সাপ যে মাটীতে বুক দিয়ে চলে,—তাকেও পদদলিত করলে ফোঁস্ করে উঠে! পৃথিবীর জ্ঞান, সভ্যতার পুরহিত, প্রাচীনতম জাতির আদর্শ এই হিন্দুগণ কি মানুষ নয়? কিন্তু সম্রাট ঔরঙ্গজেব ঘৃণার কি নিষ্ঠীবন তাদের মুখের উপর অহরহঃ নিক্ষেপ করছেন!

রাম। তা হলে তুমি গোবিন্দের পক্ষ নেবে?

ফতে। হাঁ নেব। আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ব। ভীমচাঁদের অনুরোধে বন্ধুত্বের উপর যে আঘাত করেছি সে পাপ মোচন কর্‌ব।

রাম। কিন্তু আমি এসেছিলেম সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আদেশ তোমাদেরে জানাতে।—

ফতে। আদেশ? তিনি কি অধিকারের উপর নির্ভর ক'রে আদেশ পাঠিয়েছেন!

রাম। সম্রাট ঔরঙ্গজেবই ভারতের একচ্ছত্র রাজাধিরাজ। এই হিন্দুস্থানের সকলেই অবনত মস্তকে তাঁর আদেশ পালন কর্‌ছে।

ফতে। রামরায়! আমি না হয় হীন, ক্ষুদ্র।—কিন্তু সহ্যাদ্রির সানুদেশে দাঁড়িয়ে ছত্রপতি শিবাজী সে আদেশ কি ভাবে পালন কর্‌ছেন তার সংবাদ কি রাখনা? রাণা রাজসিংহ তাঁর রণভেরীর মধ্যে দিয়ে সে আদেশের যে উত্তর দিয়েছেন মেওয়ারের প্রতি পর্ব্বত কন্দরে তা এখনও ধ্বনিত হচ্ছে।

রাম। তোমার এ উত্তর বোধ হয় তোমার চিতার মধ্যে ধ্বনিত হবে। এখনো সাবধান ফতেসিংহ! পরের জন্য সম্রাটের রোষ প্রদীপ্ত করনা।

[নেপথ্যে—তূর্য্যধ্বনি ও গুরুজীর জয় ইত্যাদি রব]

ফতে। রামরায়! তুমি যাও, সম্রাটের পদতলে পড়ে যত পার তাঁর রোষ প্রদীপ্ত করগে। ঐ রণভেরী বাজ্‌ছে, আমি চল্লেম প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে। জয় গুরুজীর জয়,—

রাম। পিপীলিকার পক্ষোদ্ভেদ হয়েছে। তাই তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্ছে।

—*—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—মরুভূমির মধ্যস্থ যুদ্ধক্ষেত্র। কাল—অমা রজনী।

[অন্ধকারের বুক চিরে মাঝে মাঝে বিদ্যুত চম্‌কাইতেছিল। বিদ্যুতালোকে শবাকীর্ণ, রুধিরাক্ত রণভূমি অতি ভীষণ দেখাইতেছিল।]

[জলন্ত মশাল হস্তে গুরুগোবিন্দের প্রবেশ]

গোবিন্দ। এ কি রণভূমি না প্রেত ভূমি?—মৃত্যুর যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে! কি ভীষণ! মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমার শরীরও যেন ছম্ ছম্ করে উঠ্‌ছে! 'জয় অলখ নিরঞ্জন' 'জয় অলখ নিরঞ্জন'। সম্রাট ঔরঙ্গজেব! তুমি দিল্লীর সুখ-প্রাসাদে ময়ূর সিংহাসনে বসে কাফের ধ্বংসের

স্বপ্ন দেখছ ; তোমার দুর্দ্ধর্ষ মোগল সৈন্যগণ আজ মরুভূমির দগ্ধ বালুকা শয্যার উপর কি ভাবে ঢলে পড়েছে একবার এসে দেখে যাও। আমার পুত্রঘাতী শিরহিন্দ পতির কি দুর্দ্দশা আজ ! তার দুঃখ, পুত্রশোক বিধুর এ দগ্ধহৃদয়ে করুণা জাগিয়ে দেছে।...মরুভূমির ভীম বিস্তার মাঝে সে যখন তৃষ্ণায় ছট্ ফট্ কর্‌তে কর্‌তে উন্মাদের মত মুঠো মুঠো বালি বাতাসে উড়িয়ে দিতে লাগ্‌ল,—পাষাণ কারাবদ্ধ, শ্বাসরুদ্ধ আমার পুত্র দুটির কথা মনে পড়ল!—ঐ নিষ্ঠুর কারাগার হতে পিতা, পিতা বলে তারা কত না ডেকেছিল, হায়! তাদের কণ্ঠস্বর তাদের বুকের মাঝেই মিলিয়ে গেছে—

[মৃত-স্তূপ হইতে—"ওয়া গুরুজীকী ফতে"]

গোবিন্দ। কে ? এই মৃত-স্তূপের মধ্যে কে গুরুর জয়ধ্বনি করে ? [মশাল হস্তে নিকটে যাইয়া অনুসন্ধান] কে তুমি বীর ?—রক্তশয্যায় মৃত্যুহিম অঙ্গকে লুটিয়ে দিয়ে গুরুর জয়ধ্বনি তুল্‌ছ ?

আহত শিখ। গুরুদ্রোহী অতি অভাজন আমি। মুখ-ওয়াল দুর্গে, গুরুর দুর্দ্দশার দিনে যারা গুরুরে ত্যাগ করে পালিয়েছিল, আমি তাদের একজন। আজ আমাদের সকলে প্রায়শ্চিত্ত করেছে,—সকলে গুরুর কাজে প্রাণ দেছে। এই

হতভাগ্যকে তারা রেখে গেছে,—গত অপরাধের জন্য গুরুর কাছে ক্ষমা চাইতে। গুরুজী! গুরুজী! বল, আমরা সকলকে ক্ষমা করেছ, আমি সে ক্ষমাবাণী তাদের কাছে বহন করে নিয়ে যাই—

গোবিন্দ। [আহত শিখের মস্তক কোলে তুলিয়া] গুরুগত প্রাণ, স্বদেশভক্ত, শূরশ্রেষ্ঠ বীর!—দেশের কাজে প্রাণ দেছ, যাও অক্ষয় স্বর্গ লাভ কর! গুরু তোমাদের সকলকে ক্ষমা করেছে।—

আহত শিখ। জয় গুরুজীর জয়। সময় শেষ হয়ে এসেছে, আর কথা কইতে পাচ্ছি না। ওয়া—গু—রু—জী—কী—ফ—তে।

[মৃত্যু]

গোবিন্দ। অন্ধকার রজনী! তুমি অবসান হও।—পঞ্চনদের আকাশতলে আবার নবীন অনুরাগে অরুণের আরক্ত-আভা ফুটে উঠ্‌ছে!

[হঠাৎ অন্ধকার মধ্যে রক্তের লেখায়—"শির দিয়া শিরহ ন দিয়া" এই লেখা ফুটিয়া উঠিল]

গোবিন্দ। পিতা!—পিতা! আবার সে তোমার রক্তের লেখা চোখের সুমুখে ফুটিয়ে তুলে তোমার সে

অমরবাণী স্মরণ করিয়ে দিচ্ছ ? সে বাণীর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমি জীবন পণ করেছি পিতা !

[মোহন্ত কৃপালদাসের প্রবেশ]

কৃপাল। “জয় সতি শ্রী অকাল”। গুরু ! আজ কি মহিমা দেখালে ?—গর্ব্বে, আনন্দে আমার মর্ম্মমাঝে রক্তধারা উল্লাসে নৃত্য কচ্ছে। কি বিরাট তোমার মনুষ্যত্ব ! তুমি অসম্ভব সম্ভব করেছ, চিরশত্রুকে চির মিত্র করেছ ! ঐ দেখ ঊষার রক্তরাগ পূর্ব্বাশায় কি গরিমায় ফুটে উঠ্‌ছে। আজ শিখগণেরও জীবন প্রভাত—

[পুষ্পমালা হস্তে রামরায়ের প্রবেশ]

রাম। সত্য আজ শিখগণের জীবন প্রভাত ! গুরু-গোবিন্দ ! তুমি আজ পাষাণ গলিয়ে দেছ ; তুষারে আগুন জ্বেলেছ। তোমার অপূর্ব্ব শৌর্য্য, তোমার অমানুষিক ত্যাগ, তোমার অতুলনীয়া দেশ ভক্তি, আমার হিম, প্রস্তরিভূত হৃদপিণ্ডকে গলিয়ে তার মাঝে স্বদেশ প্রেমের অমৃত উৎস উচ্ছ্বসিত করেছে !—হঠাৎ নিজেকে চিন্‌তে পেলেম, তোমাকে চিন্‌তে পেলেম। তাই আজ ফিরে দাঁড়িয়েছি। তোমার প্রতি শ্রদ্ধায় ভক্তিতে আমার সমস্ত দেহ, মনকে অভিভূত করে ফেলেছে। আজ তোমায় অভিনন্দন করবার

জন্য, আমার হৃদয়ের সমস্ত প্রেম, ভালবাসা নিংড়ে প্রতি পুষ্পকোষে ঢেলে দিয়ে এই ফুলের মালা গেঁথে নিয়ে এসেছি। জানি, তুমি অভাজনকে বুকে টেনে নিতে দুটি বাহু প্রসারিত করে রেখেছ, তাই সমস্ত দ্বিধা, সঙ্কোচ পরিত্যাগ করে তোমার চির শত্রু তোমায় সম্বর্দ্ধনা করতে এসেছে। এই মালা কণ্ঠে ধারণ করে আমায় কৃতার্থ কর।

[পুষ্পমালা গোবিন্দের কণ্ঠে পরাইয়া দিল, গোবিন্দ অবনত মস্তকে তাহা ধারণ করিল]

কৃপাল। "শ্রীবাহি গুরুজীকীফতে।"

